দশমঃ স্কন্ধঃ

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্॥

১। অন্বয়ঃ তত্রৈব (তদ্‌যাগযোগ্যগোষ্ঠ নিকট এব স্থানবিশেষে) নিবসন্ বলদেবেন সংযুতঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ গোপান্ অপশ্যৎ।

১। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন— শ্রীভগবানও ব্রজে বলদেবের সহিত আসক্তি পূর্বক বাস করতে করতে এক সময়ে দেখতে পেলেন, গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করছে।

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ পূর্ব্বং ব্রজকুমারীঃ প্রতি 'যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ' (শ্রীভা০ ১০।১২।৯৭) ইতি হেমন্তগতা যা নিজাঙ্গীকৃতাস্তাসু শরদ্রাত্রিষু তাভিঃ সহ শ্রীভগবান্ অরমত, তাঃ খলু শরদন্তরা ব্যবহিত-শরৎসম্বন্ধিন্য এব সম্ভবন্তি, তদ্রমণারম্ভশ্চ শরৎপূর্ণিমায়ামেব নির্দেক্ষ্যতে, সা চ শরন্মধ্যস্থাশ্বিন-পূর্ণিমৈব সম্বধ্যতে। কার্ত্তিক শুক্লপ্রতিপদীত্বেষা গোবর্দ্ধনপূজা, সা চ রাসলীলায়াং ব্রজদেবীভিরনুকৃতা। গোবর্দ্ধনপূজানন্তরমেব বরুণলোকগমনং, ততঃ পূর্বাং শরদমেবারভ্যাগামিনীং যাবৎ ক্রমাৎ গোবর্দ্ধনপূজা, বরুণলোকগমন-বস্ত্রহরণ-যজ্ঞপত্ন্যুপচর্যাগ্রহণ-রাসক্রীড়া জ্ঞেয়াঃ। তত্র তত্তদ্‌বর্ষনির্ণয়ঃ কংসবধান্তে করিষ্যতে, বৈপরীত্যোক্তিস্তু প্রেমবৈবশ্যাৎ, ক্বচিৎ স্বজাতীয়ত্বাচ্চ। অথ ভগবানপি তত্রৈবেত্যস্যায়মর্থঃ—অত্র যদ্‌যাগযজ্ঞে গোষ্ঠনিকটে এব স্থানবিশেষে সংগম্য নিবসন্তো গোপাঃ কৃতোদ্যমা বভূবুঃ, ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতো নিবসন্ ইন্দ্রযাগ কৃতোদ্যমান্ গোপানপশ্যৎ, পশ্যন্নেবাসীৎ, তদ্‌দ্রব্যেণ যাগান্তর-সাধনেচ্ছয়া, ন তু প্রথমং কিঞ্চিদুক্তবানিত্যর্থঃ। যত্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'বিমলাম্বরনক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতো ব্রজম্। দদর্শেন্দ্র মহারম্ভায়োদ্যতাংস্তান্ ব্রজৌকসঃ॥' ইতি। শ্রীহরিবংশে—'ব্রজমাজগ্মতুস্তৌ তু ব্রজে শুশ্রুবতুস্তদা। প্রাপ্তং শক্রং মহাবীরৌ গোপাংশ্চোৎসবলালসান্॥' ইতি। তৎ খলু সামান্যতো দর্শনম্, অত্র তু বিশেষ ইতি ভেদঃ। এষা ক্রীড়া কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদ্যেব, কার্ত্তিকবিধানস্য মধ্যদেশীয়ানামাচারস্য চ তত এব প্রবৃত্তেঃ। 'অপর্ত্বতুল্যত্বণং বর্ষম্' (শ্রীভা০ ১০।২৫।১৫) ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। তথা চোক্তং পাদ্মে

দীপান্বিতামাবস্যাকৃত্যান্তে—'প্রাতর্গোবর্দ্ধনঃ পূজ্যো রাত্রৌ দ্যূতং প্রবর্ত্ততে' ইতি। তস্মাৎ শ্রীহরিবংশে বর্ষ-শরৎসন্ধিপ্রায়বর্ণনং সমুদ্রতীরাদিবৎ, মধ্যদেশেঽপি তদানীং বর্ষাণাং বাহুল্যেন কদাচিৎ সর্বাশ্বিনব্যাপ্ত্যপেক্ষয়া ॥

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বে ২২ অধ্যায়ে হেমন্তকালে (অগ্রহায়ণ-পৌষে) ব্রজকুমারীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে ফিরে যাও, তোমাদের সঙ্কল্প আমার দ্বারা অঙ্গীকৃত হয়েছে, এই শিগ্‌গিরই রাত্রিচয়ে আমার সহিত বিহার করবে" হেমন্ত কালগত এই নিজ অঙ্গীকার অনুসারে শরৎরাত্রিতে (আশ্বিন-কার্তিকে) তাঁদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় বিহার করেছিলেন—সেই রাত্রি প্রায় একবৎসর ঘুরে গেলে পরবর্তী শরৎ সম্বন্ধেই সম্ভব হতে পারে, এবং কৃষ্ণের ব্রজ-গোপীদের সহিত রমণ-আরম্ভও শরৎ পূর্ণিমাতেই নির্দিষ্ট আছে,—এই পূর্ণিমাও শরৎ মধ্যস্থ আশ্বিন-পূর্ণিমাই হয়ে যাচ্ছে। কার্তিকমাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে ব্রজবাসিদের গোবর্ধন পূজা, আর সেই গোবর্ধন-ধারণ লীলার অনুকরণ ব্রজদেবীগণ করেছিলেন রাসলীলায়। গোবর্ধন পূজার পরই বরুণলোকে গমন। কাজেই লীলার ক্রম এইরূপ জানতে হবে—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণের ৭ বৎসর পূর্ণ হল। তৎপর অষ্টম বর্ষে শরতের আশ্বিনে বনবিহার ও বেণুগীত। শরতের কার্তিকে গোবর্ধন ধারণ। হেমন্তের অগ্রহায়ণে বস্ত্রহরণ। গ্রীষ্মে যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্ন ভিক্ষা। অতঃপর ৯ম বর্ষে শরতের আশ্বিন-পূর্ণিমায় রাসারম্ভ। এই সব লীলার বর্ষ নির্ণয় কংসবধান্তে করা হবে। এখানে শ্রীশুকদেব যে ২১ অধ্যায়ে বেণুগীতের পরেই গোবর্ধন ধারণ লীলা না বলে ক্রমভঙ্গ করে বস্ত্রহরণাদি লীলা বলতে আরম্ভ করলেন, তা তার প্রেম বিবশতা ও কিছুটা লীলার স্বজাতীয়তা হেতু। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এরূপ উক্ত আছে—"শরৎকালে যখন আকাশ নির্মল তখন শ্রীকৃষ্ণবলরাম ব্রজে গোবর্ধন তটে এসে দেখলেন ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রিয়যজ্ঞের আয়োজনে উদ্যত।" শ্রীহরিবংশে—"মহাবীর শ্রীরামকৃষ্ণ গোবর্ধন তটে এসে গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ উৎসবে লালসান্বিত দেখে—এ কি ব্যাপার তা জানতে ইচ্ছা করলেন।" পূর্বেরটি তাদের সামান্যভাবে দর্শন, পরেরটি বিশেষভাবে দর্শন, এই ভেদ। এই লীলা কার্তিক শুক্লা প্রতিপদেই হয়ে থাকে—কার্তিকমাসের শাস্ত্রবিহিত নিয়মে ও মধ্য-দেশীয়দের দেশাচারে সে সময় থেকেই আরম্ভ হওয়া হেতু। (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৫।১৫) শ্লোকেও বলা আছে—"যজ্ঞবন্ধ করলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অকালে অর্থাৎ বর্ষাকাল চলে গেলেও ঝড় ও শিলাময় জল বর্ষণ করতে লাগলেন।" পাদ্মে এরূপ উক্ত আছে—"কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রে দীপদান উৎসবের পর প্রাতঃকালে গোবর্ধনপূজা করা বিধি—রাত্রিতে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হয়।" সেইজন্য শ্রীহরিবংশে—বর্ষা ও শরৎকালের সন্ধিপ্রায় বর্ণন—যেহেতু সমুদ্র-তীরের দেশ সমূহের মতই মধ্য দেশেও তদানীং বর্ষার বাহুল্য হেতু কদাচিৎ সর্ব আশ্বিন ব্যাপ্তি ॥ জী০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ স্বপিত্রা সহ সংল্য মখং ব্যাধূয় বজ্রিনঃ। চতুর্বিংশে গিরীন্দ্রস্য মখং প্রাবর্ত্তয়দ্ধরিঃ। গোষ্ঠস্যাস্থান্যাং নিবসন্ স্বভ্রাতৃভিঃ সহ নন্দ ইন্দ্রযাগসম্ভারসিদ্ধ্যর্থং গোপানুদ্‌যোজয়ামাস। ভগবানপি তত্রৈব নিবসন্ ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ গোপান্ অপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ ॥ বি০ ১ ॥

২। তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্॥

২। অন্বয়ঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ ভগবান্ তৎ অভিজ্ঞঃ অপি (সর্ব্বতোভাবেন জানন্নপি) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়াবনতঃ সন্) নন্দপুরোগমান্ বৃদ্ধান্ অপৃচ্ছৎ।

২। মূলানুবাদঃ সর্বান্তর্যামী সর্বদর্শন ভগবান্ এই যজ্ঞ সম্বন্ধে সব কিছু জেনেও বিনয়াবনত হয়ে নন্দপ্রমুখ বৃদ্ধ গোপদের জিজ্ঞাসা করলেন।

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এই চতুর্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে গোবর্ধন যজ্ঞের প্রবর্তন করলেন। নন্দ নিজ ভাইদের সহিত গোষ্ঠ ভূমিতে অবস্থিত হয়ে গোপগণকে ইন্দ্র-যজ্ঞের আয়োজনে লাগিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেখানে অবস্থিত হয়ে ইন্দ্র যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত গোপগণকে দেখতে পেলেন॥ বি০ ১॥

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ততশ্চ তস্য পূর্ব্বপূর্ব্বদৃষ্টস্য ইন্দ্রমখস্য তথা শ্রীব্রজরাজেন প্রত্যুত্তরয়িষ্যমাণস্য তদধিকস্য চার্থস্যাভিজ্ঞোঽপি অপৃচ্ছৎ। তত্র চ ভগবানপি সর্ব্বসদ্গুণনিধিত্বেন বিনয়াবনম্র এব সন্নপৃচ্ছৎ। অভিজ্ঞানে হেতুঃ—সর্ব্বস্যাত্মা পরমাত্মেতি, প্রশ্নে হেতুঃ—সর্ব্বান্ দর্শয়তি স্বার্থে প্রবর্ত্তয়তীতি তথা সঃ। ভবতু নাম পূর্ব্বেষাং মদ্ব্যবহিতানাং মদ্বহিরঙ্গদেবতাপূজাদিকং, কিন্ত্বেষাং মৎসন্নিহিতানাং মদন্তরঙ্গপূজয়ৈব মৎসুখকরী, মৎপিত্রাদীনান্তু 'তদ্ভূরি ভাগ্যম্' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৪) ইত্যাদিলক্ষণমহামহিমত্বাদতিক্ষুদ্রস্য তত্রাপি মহাগর্ব্বস্যেন্দ্রস্য পূজা মম দুঃখকরীতি সম্প্রতি পরমান্তরঙ্গ গোবর্দ্ধনপূজাপ্রবর্ত্তনেচ্ছয়ৈব বৃদ্ধেষু তত্রৈব মুখ্যতা আত্মীয়তাপেক্ষয়া, বিশেষতঃ স্বপিতরি প্রশ্ন এব জ্ঞেয়ঃ॥ জী০ ২॥

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর এ বিষয়ে পূর্ব পূর্ব বৎসর ইন্দ্রযজ্ঞ দেখা হেতু যে অভিজ্ঞতা ও শ্রীব্রজরাজ প্রত্যুত্তর করলে যে অভিজ্ঞতা তার থেকেও অধিক অভিজ্ঞ হয়েও শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন। **ভগবান্**—উপরন্তু ভগবান্ হয়েও, সর্ব সদ্গুণ নিধিস্বরূপ হওয়া হেতু বিনয়াবনত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন। অভিজ্ঞতার হেতু **সর্ব্বাত্মা**—পরমাত্মা। প্রশ্নে হেতু **সর্বদর্শন**—সকলকে নিজ নিজ প্রয়োজনে প্রবর্তিত করেন, এরূপ কৃষ্ণ। পূর্বে মৎব্যবহিত এঁদের মৎবহিরঙ্গ দেবতা পূজাদি হয়ে থাকে তো হোক, কিন্তু এখন মৎসন্নিহিত এদের মৎ-অন্তরঙ্গ পূজা হেতুই আমার সুখ হতে পারে। (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৪) শ্লোকে ব্রহ্মা বলেছেন—'তদ্ভূরিভাগ্যম্' অর্থাৎ শ্রীমুকুন্দ যাঁদের জীবন সর্বস্ব সেই ব্রজজনদের চরণরজে স্নান যে জন্মে লাভ হয় সেই জন্ম লাভই জীবের ভাগ্য।"—ইত্যাদি লক্ষণ অনুসারে ব্রজজন মহামহিম হওয়া হেতু তাঁদের দ্বারা যে ক্ষুদ্র উপরন্তু মহাগর্বী ইন্দ্রের পূজা,তা আমার দুঃখদায়ক,তাই পরম অন্তরঙ্গ গোবর্ধন-পূজা প্রবর্তন ইচ্ছাতেই বৃদ্ধদের নিকট তার মধ্যেও আবার মুখ্যতা ও আত্মীয়তা অপেক্ষায় নিজ পিতার নিকট প্রশ্ন, এরূপ জানতে হবে॥ জী০ ২॥

৩। কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ ॥
৪। কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ।
এতদ্ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ ॥

৩। অন্বয়ঃ পিতঃ বঃ (যুষ্মাকং) অয়ং কঃ সম্ভ্রমঃ (বৈয়গ্র্যং) উপাগতঃ (উপস্থিতঃ) মে (মহ্যং) কথ্যতাম্।

৪। অন্বয়ঃ কিং ফলং, কস্য বা উদ্দেশঃ মখঃ (অয়ং যজ্ঞঃ) কেন বা সাধ্যতে (কেন সাধনেন চ সাধ্যতে)। পিতঃ মহান্ কামঃ (কৌতুহলো বর্ত্ততে) [অতঃ] শুশ্রূষবে মহ্যং এতৎ ব্রূহি।

৩। মূলানুবাদঃ হে পিতঃ! বলুন, হঠাৎ কিসের এই ব্যগ্রতা পড়ে গিয়েছে আপনাদের।

৪। মূলানুবাদঃ এই যজ্ঞে ফল কি, কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে এই পূজা, কোন্ অধিকারী কোন্ উপকরণে এই পূজা করেন? হে পিতঃ! বিষয়টি জানতে অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে, অতএব শ্রবণেচ্ছু আমাকে ইহা বলুন।

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ষদৃষ্টত্বাত্তস্যাভিজ্ঞোঽপি সর্ব্বাত্মেতি। যদ্যপ্যন্তর্যামিস্বরূপেণেন্দ্রযাগে স্বয়মেব প্রেরয়তি তদপি লীলাকৌতুকার্থমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ইন্দ্রগর্ব্বখণ্ডন সপ্তারাত্র পর্য্যন্তপ্রিয়জনসহবাসবিলাসাদিকমুদর্কং পশ্যতীতি সঃ ॥ বি০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তদভিজ্ঞোঽপি—পূর্ব পূর্ব বৎসরের ইন্দ্রযজ্ঞ দেখা থাকা হেতু, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েও। **সর্বাত্মা**—যদিও অন্তর্যামী স্বরূপে ইন্দ্রযজ্ঞ সম্বন্ধে নিজেই প্রেরণা দান করেন, তা হলেও লীলা-কৌতুকের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, এরূপ অর্থ। **সর্বদর্শনঃ**—'সর্ব' ইন্দ্রগর্বখণ্ডন, সাত রাত পর্যন্ত প্রিয় জন সহ বাস-বিলাসাদি এবং ভবিষ্যতে যা হবে, তা কৃষ্ণ দেখতে পান তাই তিনি হলেন সর্বদর্শন ॥ বি০ ২॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কথ্যতামিত্যর্দ্ধকম্। মে মহ্যং কথ্যতামিতি সর্ব্বেঽন্যে জানন্তি, কেবলং ময়ৈব ন জ্ঞায়তে ইতি মাং প্রত্যেব কথ্যতামিতি ভাবঃ। এষা চ পিতৃসন্তোষার্থমৌগ্ধ্যপ্রায়লীলৈব, আবশ্যক তচ্ছ্রবণায়। বো যুষ্মাকং সর্ব্বেষামেব, ন তু কেষাঞ্চিৎ। অত্র চ সম্ভ্রমস্ত্বরাবিশেষো বৈয়গ্র্যং বা। শ্লেষেণ সম্যগ্ভ্রম এবেত্যর্থঃ। উপাগতো দূরে স্থাতুং যোগ্যোঽপি সমীপং প্রাপ্ত উপর্য্যাপতিত ইতি বা ॥ জী০ ৩॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কথ্যতাম্ ইতি অর্ধ শ্লোক। **মে**—আমার নিকটে বলুন, অন্য সকলে তো জানেই, কেবল আমিই জানি না, তাই আমার নিকটেই বলুন এরূপ ভাব। ইহা পিতার সন্তোষের জন্য মৌগ্ধ্য-প্রায় লীলাই। **বো**—আপনাদের সকলেরই—কেবল যেকোন কেউ র এরূপ নয়। এখানে **সম্ভ্রমঃ**—ত্বরা বিশেষ, বা ব্যগ্রতা, অর্থান্তরে সম্যক্ ভ্রম। **উপাগত**—এই সম্ভ্রম দূরে থাকাই সমীচীন হলেও নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছে বা হঠাৎ উপরে এসে পড়েছে ॥ জী০ ৩॥

৫। নহি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ।
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্।
উদাসীনোঽরিবদ্বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে।

৫। **অন্বয়ঃ** হি (যতঃ) ইহ (জগতি) সর্ব্বাত্মনাং অস্বপরদৃষ্টিনাং (আত্মপরভেদদৃষ্টিরহিতানাং) অমিত্রোদাস্ত বিদ্বিষাং (শত্রুমিত্রউদাসীন ইতি ভেদদৃষ্টি শূন্যানাং) সাধূনাং কৃত্যং ন গোপ্যং উদাসীনঃ (তটস্থো জনঃ) অরিবৎ বর্জ্যঃ [কিন্তু] সুহৃৎ আত্মবৎ উচ্যতে (কথ্যতে)।

৫। **মূলানুবাদঃ** নিখিল জনে আত্মতুল্য বুদ্ধি, আপন-পর-ভেদদৃষ্টি রহিত, অমিত্র উদাসীন-শত্রুতে ভেদশূন্য সাধুদের কোন কর্মই গোপনীয় হয় না। উদাসীন জন শত্রুর মত ত্যজ্য। আমি তো সুহৃদের মধ্যেও পরম অন্তরঙ্গ পুত্র, কাজেই ত্যজ্য নই।

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** কেনেতি—তৃতীয়ান্তপদেন কর্ত্তৃকরণয়োঃ প্রশ্নঃ। এতদ্-ব্রূহীতি—পুনরুক্তির্নিজশুশ্রূষাতিশয়বোধনায়, মহ্যং মাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। যদ্বা, নন্থ বালকে ত্বয়ি তৎকথ-নেন কিম্? তত্রাহ—শুশ্রূষবে পুত্রস্যেচ্ছাং পূরয়িতুমবশ্যং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। শ্লেষেণ 'শুশ্রূষুং ধর্ম্মমাক্রয়াৎ' ইতি ন্যায়েনাবশ্যকতোক্তা, পিতরিতি—পুনঃ সম্বোধনং স্নেহবিশেষজননায়।

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** কেনেতি—তৃতীয়ান্তপদে কর্ত্তৃকরণের প্রশ্ন অর্থাৎ কোন্ অধিকারী কোন্ দ্রব্য দ্বারা (যজ্ঞ করেন)। **এতদ্ব্রূহি**—এইসব বলুন, এরূপ পুনরুক্তি নিজের শ্রবণ-ইচ্ছার আতিশয্য বোঝাবার জন্য। **মহ্যং**—আমাকে প্রীতি দানের জন্য, এরূপ অর্থ। অথবা, আচ্ছা, বালক তোমার নিকট সেই কথা বলার কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে, **শুশ্রূষবে**—শ্রবনেচ্ছু পুত্রের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য বলাই যুক্তিযুক্ত বটে, এরূপ ভাব। অর্থান্তরে, "শ্রবনেচ্ছুর নিকট ধর্ম বলবে" এই ন্যায়ে বলাই আবশ্যক। **পিতঃ**—হে পিতা, এরূপ সম্বোধন স্নেহবিশেষ জন্মাবার জন্য॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মখো ভবিষ্যতি তৎসিদ্ধ্যর্থময়ং সম্ভ্রম ইতি চেৎ কিমত্র ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কো দেবোঽত্র পূজ্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইত্যর্থঃ। কেন কর্ত্রা করণেন বা। নন্থ, বালকস্য তব কিমেতৎ প্রশ্নেন তত্রাহ—মহান্ কামোঽভিলাষো মমাত্র বর্ত্ততে। যদ্বা, মহান্ কামো যুষ্মদাদীনামত্র দৃশ্যতে অতএব তং শুশ্রূষবে শুশ্রূষুং মা প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যজ্ঞ হবে, তার সিদ্ধির জন্য এই উদ্যোগ, এরূপ যদি বলা হয়, তবে জিজ্ঞাসা এতে ফল কি **কস্য বোদ্দেশঃ**—কোন দেবতাই বা এই যজ্ঞে পূজ্যরূপে নির্দিষ্ট, এরূপ অর্থ, **কেন বা সাধ্যতে**—কোন্ অধিকারী কোন্ দ্রব্যের দ্বারা এই যজ্ঞ করেন। পূর্বপক্ষ, বালক তোমার এই সব প্রশ্নের কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে **মহান্ কামো**—এ বিষয়ে আমার অতিশয় অভিলাষ হচ্ছে। অথবা, এবিষয়ে আপনাদের মহতি অভিলাষ দেখা যাচ্ছে, অতএব শ্রবেনেচ্ছু আমাকে প্রীতি দানের জন্য বলুন॥ বি০ ৪॥

৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ

পূর্ব্বপূর্ব্বমপ্যয়ং জানাত্যেব, তথাপি যৎ পৃচ্ছতি, তত্র চ সোল্লুণ্ঠমিব যৎ পৃচ্ছতি, তৎ পুনরিন্দ্রং প্রতি অনাদরেণৈব গম্যতে। নারায়ণসমগুণত্বাৎ তজ্জয়িদানববৃন্দঘাতিত্বাচ্চ ইতি সংশয্য তূষ্ণীং স্থিতং প্রত্যাহ —নহীতি সার্দ্ধেন। তত্র নহীত্যেকম্, উদাসীন ইত্যর্দ্ধকম্। সাধুনামিতি তেষাং বিকর্ম্মস্বপ্রবৃত্ত্যা গোপ্যত্বা-ভাবাৎ ; সাধুনামেব লক্ষণং সর্ব্বাত্মনামিত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ, পরমাত্মা তদ্দৃষ্টীনাং ইহজগতি কুত্রাপীত্যর্থঃ। অতস্তত্তল্লক্ষণবদ্ভির্ভবদ্ভির্ন গোপয়িতুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। নন্থ নিজহিতার্থং দেবতারাধকানাং কুতঃ সর্ব্বাত্মতা যুক্তা ? অতোঽস্বপরদৃষ্টিত্বাদিকং তব নাস্ত্যেব ইতি ভবতু, তথাপি ময়ি গোপয়িতুং ন যুজ্যত এবেত্যাহ— উদাসীন ইতি। বর্জ্যঃ মন্ত্রভঙ্গভয়াৎ, অহন্তু সুহৃৎসু পরমান্তরঙ্গঃ পুত্র এবেত্যতো ন বর্জ্য এবেতি ভাবঃ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ

পূর্ব পূর্ব বৎসরের যজ্ঞ দেখেই আমি এ বিষয়ে সব জানি, তথাপি যে জিজ্ঞাসা করছি, তা সোল্লুণ্ঠ বাক্যই, পুনরায় ইন্দ্রের প্রতি অনাদরেই, এরূপ জানতে হবে। "তোমাদের এই বালক নারায়ণ সম গুণবান্" শ্রীগর্গমুনির এই বাক্য হেতু এবং তাঁর দ্বারা বহু দানব জয় ও বধ দেখা হেতু গোপেরা সংশয়ে পড়ে চুপ করে থাকলে তাঁদের প্রতি বললেন—ন হি ইতি তিন লেইনে, এখানে 'নহি' তুলাইনে একশ্লোক, আর 'উদাসীনঃ' অর্দ্ধ শ্লোক। **সাধুনাম্**—সাধুদের বিকর্মে অপ্রবৃত্তি হেতু কিছু গোপনীয় থাকে না। সাধুদের লক্ষণ—'সর্বাত্মনাম্' ইত্যাদি তিনটি বিশেষণে বলা হচ্ছে, **সর্বাত্মনাম্**—'সর্বাত্মা' পরমাত্মা—এই জগতের সর্বত্রই তার দৃষ্টি চলে, অতএব সেই লক্ষণযুক্ত গোপ আপনাদের সবই জানা, কাজেই কোন কিছু গোপনে করা সমীচীন নয়, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা নিজ মঙ্গলের জন্য ইন্দ্রদেবতা আরাধকগণে কি করে পরমাত্মার গুণ সঞ্চারিত হবে ? এরই উত্তরে **স্বপরদৃষ্টীনাম্**—আচ্ছা বেশতো আত্মপর ভেদ দৃষ্ট্যাদি আপনাদের একেবারেই নেই, এরূপই না-হয় হোক ; তথাপি আমার থেকে গোপন করা যুক্তিযুক্ত হয় না— এই আশয়ে বলা হচ্ছে—উদাসীন ইতি। **বর্জ**—উদাসীন জন শত্রুর মতো ত্যজ্য, মন্ত্রভঙ্গ ভয় হেতু। **সুহৃৎ**—আমি তো সুহৃদের মধ্যে পরম অন্তরঙ্গ পুত্র, অতএব ত্যজ্য নই, এরূপ ভাব॥ জী০ ৪-৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ

রহস্যত্বাদনতিকোবিদবালকাদিষু বক্তুমনর্হমিতি চেত্তত্র স্বস্যাতিকোবিদত্বমুক্তিবৈচিত্র্যেব দ্যোতয়-ন্নাহ,—নহীতি। সর্ব্ব এবাত্মান আত্মতুল্যা যেষাং অতএবায়ং স্বোঽন্তরঙ্গঃ অয়ং পরো বহিরঙ্গ ইতি ন বিদ্যতে দৃষ্টির্যেষাং তেষাং অতএব তদ্ভেদামিত্রোদাসীনবিদ্বিষো ন সন্তীত্যাহ—অমিত্রেতি। গৃহস্থা বয়মেবম্ভূতাঃ সাধবো ভবিতুং ন শক্নুম ইতি চেত্তদপি ময্যেতদ্গোপয়িতুং ন যুজ্যতে ইত্যাহ—উদাসীনোঽরিবদিতি। তুল্যার্থকবতিপ্রত্যয়েনারিণা তুল্য উদাসীনো বর্জ্য ইত্যর্থঃ। অরিসাধর্ম্মাঞ্চাস্যারিমিত্রত্বেনাপচিকীর্ষাবত্বান্ন-ত্বপকারবত্বাদিতি জ্ঞেয়মতএব "যো বিপক্ষঃ সুহৃদপক্ষঃ স তটস্থো নিগদ্যতে" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ তল্লক্ষণং দৃষ্টম্। যস্তূদাসীনো নারিণা তুল্যো নাপি সুহৃদা তুল্যঃ স তু ন বর্জ্যো নাপ্যুপাদেয়ঃ স্বকৃত্যেষ্বিত্যত এব স ন উট্টঙ্কিতঃ। সুহৃদাত্মমিত্রত্বাদাত্মবদ্বিশ্বাস্য ইত্যর্থঃ। অহন্তু পুত্রঃ সুহৃদঃ সকাশাদপ্যন্তরঙ্গ ইত্যর্থঃ॥ বি০৫॥

৬। জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ যথা নাবিদুষো ভবেৎ॥

৬। **অন্বয়ঃ** অয়ং জনঃ জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠতি, বিদুষঃ (বিজ্ঞস্যৈব) যথা কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ, অবিদুষঃ (বিচারবিহীনস্য অজ্ঞস্য) তথা ন ভবেৎ।

৬। **মূলানুবাদঃ** জনসমাজে কেহ বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে, কেহ বা দৃষ্ট পরম্পরা অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করে। এর মধ্যে সব বৃত্তান্ত জানা লোকের কর্মের সিদ্ধি হয়, অজানা লোকের হয় না।

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ

যদি বলা হয় বিষয়টি রহস্যপূর্ণ হওয়া হেতু অল্পবুদ্ধি বালকদের নিকট বলা উচিত নয়, এর উত্তরে নিজের কথা অতি পাণ্ডিত্য পূর্ণ উক্তি বৈচিত্রীতে প্রকাশ করে বলছেন—ন হি ইতি। **সর্বাত্মনাম্**—নিখিল জন আত্মতুল্য যাঁদের সেই সাধুদের, অতএব **অস্বপরদৃষ্টিনাম্**—আপন-পর ভেদ দৃষ্টি রহিত (সাধুদের) অর্থাৎ এ 'স্বঃ' অন্তরঙ্গ এ 'পর' বহিরঙ্গ, এরূপ দৃষ্টি যাঁদের নেই, সেই সাধুদের. অতএব **অমিত্রোদাস্ত-বিদ্বিষাম্**—[ন+মিত্রঃ+উদাস্ত+বিদ্বিষাম্] ভেদদর্শন, অমিত্র-উদাসীন-শত্রু, এরূপ ভেদবুদ্ধি শূন্য। আমরা গৃহস্থ, এই প্রকার সাধু হতে পারব না, এরূপও যদি বলা হয়, তা হলেও আমাকে ইহা গোপন করা যুক্তিযুক্ত নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—উদাসীনঃ ইতি। 'বতি' প্রত্যয় তুল্যার্থ বোধক—শত্রুর তুল্য উদাসীন ত্যাজ্য। উজ্জ্বলনীলমণিতে উদাসীন অর্থাৎ তটস্থের লক্ষণ এরূপ দেখা যায়—"বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে তটস্থ বলা হয়" যে উদাসীন সে না-শত্রুর তুল্য, না সুহৃদের তুল্য—সে ত্যাজ্য নয়, স্বকার্যে উপাদেয়ও নয়, অতএব সে উট্টঙ্কিত হয় নি—তাকে ত্যাজ্যের মধ্যেই ধরা হয়েছে। সুহৃদ্ মিত্র বলে আত্মবৎ বিশ্বাস্য, এরূপ অর্থ। আমি তো সুহৃদের থেকেও অন্তরঙ্গ, এরূপ অর্থ॥ বি০ ৫॥

৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অজ্ঞাত্বা চ দৃষ্টপরম্পরয়েত্যর্থঃ। কর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টফলানি কৃষ্যাদিযাগাদীনি, যথা যথাবৎ॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অজ্ঞাত্বাচ**—দৃষ্ট পরম্পরা অনুসারে, এরূপ অর্থ। **কর্ম্মাণি**—দৃষ্ট-অদৃষ্ট ফল কৃষি আদি যাগ-যজ্ঞাদি **যথা**—যথাবৎ অর্থাৎ সেরকম॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কিঞ্চ, বুদ্ধিমদন্তরঙ্গজনেন সহ বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, নতু গতানুগতিক ন্যায়েনেত্যাহ—জ্ঞাত্বেতি। জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বাচ কর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টফলানি কৃষ্যাদি যাগাদীনি॥ বি০ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আরও, বুদ্ধিমান্ অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শ করে সব কিছু বুঝে নিয়েই কর্ম করা কর্তব্য গতানুগতিক ভাবে নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—জ্ঞাত্বা ইতি। **কর্ম্মাণি**—দৃষ্ট-অদৃষ্ট ফলসমূহ কৃষি-বানিজ্য-যজ্ঞাদি॥ বি০ ৬॥

৭। তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্॥

শ্রীনন্দ উবাচ।

৮। পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ॥

৭। অন্বয়ঃ তত্র (তেষু কর্ম্মসু মধ্যে) তাবৎ ভবতাং ক্রিয়াযোগঃ (কর্ম্মানুষ্ঠান প্রকারঃ) কিং বিচারিতঃ অথবা লৌকিকঃ (লোকপরম্পরা এব প্রাপ্তঃ?) [ইতি] তৎ পৃচ্ছতঃ মে (মম সমীপে) সাধু ভণ্যতাং (কথ্যতাম্)।

৮। অন্বয়ঃ শ্রীনন্দ উবাচ – ভগবান্ ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যঃ (বর্ষাধিদেবতা) মেঘাঃ তস্য আত্মমূর্ত্তয়ঃ তে (মেঘাঃ) ভূতানাং প্রীণনং (প্রীতিপ্রদং) জীবনং (প্রাণরক্ষকং) পয়ঃ (জলং) অভিবর্ষন্তি।

৭। মূলানুবাদঃ এই যে যজ্ঞে আপনারা প্রবৃত্ত হচ্ছেন, ইহা কি যথাশাস্ত্র বিচারিত, অথবা লোক পরম্পরা প্রাপ্ত, তা জিজ্ঞাসু আমার নিকট সযুক্তি বলুন।

৮। মূলানুবাদঃ শ্রীনন্দমহারাজ বললেন—ভগবান্ ইন্দ্র বৃষ্টি দ্বারা জগৎপালনের জন্য বৃষ্টিকারক, মেঘচয় তার আত্মমূর্তি। এই মেঘচয় জীব সকলের সন্তর্পক, জীবনোপায় স্বরূপ জল বর্ষণ করে থাকে।

৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ তত্র তেষু কর্ম্মসু ক্রিয়াযোগ ইদমদৃষ্টফলং কর্ম্ম ভবতাং কিং খলু বিচারিতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ তদ্বিচারপ্রাপ্তঃ? কিমথবা লোকপরম্পরয়া এব প্রাপ্তঃ? ইতি সাধু সোপপত্তিকং ভণ্যতাম। তাবদিতি—প্রশ্নান্তরং পশ্চাৎ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। অনেন তত্তদভিজ্ঞত্বমপি সূচিতম্, নিজোক্তি গ্রহণায়॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ তত্র—সেই কর্মে। **ক্রিয়াযোগ**—এই অদৃষ্ট ফল কর্ম আপনাদের কি **বিচারিতঃ**—শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত, শাস্ত্রৈক প্রমাণ অনুসারে উহা কি বিচার প্রাপ্ত? অথবা, উহা কি লোক পরম্পরা অনুসারে প্রাপ্ত? **সাধু ভণ্যতাম্**—সযুক্তি বলুন। **তাবৎ**—সব কিছু, প্রশ্নের পরই কর্তব্য নির্ণয়, এরূপ অর্থ। এই সব প্রশ্নের দ্বারা কৃষ্ণের শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হল—সকলকে তাঁর কথা গ্রহণ করাবার জন্য॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব ক্রিয়ত ইতি চেদত আহ—তত্র কর্ম্মসু মধ্যে ক্রিয়াযোগো ভবতাময়মদৃষ্টফল এব কিং শাস্ত্রপ্রাপ্তত্বেন বিচারিতঃ অথবা লৌকিকঃ লোকাচারপ্রাপ্তত্বেন॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বিচার করে জেনে শুনেই করছেন, এরূপ যদি বলেন, তার উত্তরে জিজ্ঞাসা করছি—এখানে কর্তব্যের মধ্যে **ক্রিয়াযোগ**—আপনাদের এই অদৃষ্ট ফল কি শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে বিচারিত, অথবা **লৌকিক**—লোকাচার অনুসারে॥ বি০ ৭॥

৯। তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ।।

৯। **অন্বয়ঃ** তাত (হে বৎস!) বয়ং অন্যে চ নরাঃ বার্মুচাং (মেঘানাং) পতিম্ ঈশ্বরং তং (ইন্দ্রং) তদ্রেতসা (তদ্বৃষ্টপয়সা) সিদ্ধৈঃ দ্রব্যৈঃ ক্রতুভিঃ যজন্তে।

৯। **মূলানুবাদঃ** হে বৎস! আমরা ও অন্য সকলেও সেই মেঘাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁরই প্রদত্ত জলে উৎপন্ন ধান্যাদি দ্রব্যে যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করে থাকি।

৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** পর্জন্যো বৃষ্টিদ্বারা ভগবানীশ্বর ইতি ভক্তিবিশেষেণ প্রীণনং সন্তর্পকং, জীবনং মৃতপ্রায়াণাং তৃণাদীনাং প্রাণদম্॥ জী০ ৮॥

৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পর্জন্যঃ**—বৃষ্টিদ্বারা জগৎপালনের জন্য বৃষ্টিকারক (শ্রীসনাতন দ্রষ্টব্য)। **ভগবান্**—ঈশ্বর, ভক্তিবিশেষ হেতু। **ভূতানাং প্রীণনং**—ভূতগণের সন্তর্পক। **জীবনং**—মৃত প্রায় তৃণাদির প্রাণদ॥ জী০ ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** লোকাচারপ্রাপ্ত এবেতি সোপপত্তিকমাহ—পর্জন্য ইতি। প্রীণনং সন্তর্পকং জীবনং মৃতপ্রায়াণ্যপি তৃণাদীনি জীবয়তীতি তৎ॥ বি০ ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** লোকাচার প্রাপ্তই বটে। তাই সযুক্তি বলা হচ্ছে—পর্জন্য ইতি। **প্রীণনং**—সন্তর্পক। **জীবনং**—মৃতপ্রায় হলেও তৃণাদিকে জীইয়ে তোলে॥ বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তাতেতি—সলালনং সম্বোধনম্। নিজোক্তৌ শ্রদ্ধার্থং তদর্থাবগমার্থঞ্চ বয়ং গোপাঃ, ন চ গোপালনার্থং কেবলং বয়মেব, কিন্ত্বন্যে চ নরাঃ সর্ব্বে। নন্বু সূর্য্যঃ স্বরশ্মি-ভির্ভৌমং রসমাকৃষ্য বর্ষতীত্যাদি-বচনাৎ সূর্য্যাদ্বৃষ্টিঃ প্রসিদ্ধা, তত্রাহ—বার্মুচাং মেঘানাং পতিং মেঘরূপাণাং সূর্য্যরশ্মীনামপি স এবেশ্বর ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'ভৌমমেতৎ পয়ো দুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদৈঃ। পর্জন্যঃ সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতি।।' ইতি। কুতঃ? ঈশ্বরঃ দেবেন্দ্রত্বাদিত্যর্থঃ, অন্যথা ভয়মুৎপাদয়েদপীতি ভাবঃ। যদ্বা, বৈষ্ণবপ্রবরাণাং ভবতাং নান্যদেবতাপূজা যুক্তা, তত্রাহ—ঈশ্বরম্, অন্তর্যামি-দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। তদ্রেতসা সিদ্ধৈরিতি তত্ত্বতস্তেষ্বস্মাকং স্বাম্যাভাবেনাদৌ তৈস্তৎপূজৈব যুক্তেতি ভাবঃ, অন্যথাঽকৃতজ্ঞত্বাদি-দোষপ্রসক্তেঃ। যজন্ত ইতি প্রথমপুরুষত্বমার্ষং, যজামঃ। এবমগ্রে চোপজীবন্তি ইতি; যদ্বা, পুত্রাভিপ্রায়জ্ঞানেন তদ্বাগুল্লঙ্ঘনভয়ান্নিজদোষপরিহারার্থমন্যেষাং প্রাধান্যবিবক্ষয়া তৈঃ সহ সম্বন্ধেন প্রথমপুরুষত্বম্।। জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তাত**—আদরের সহিত সম্বোধন হে বাপধন! শ্রীনন্দমহারাজ তাঁর উক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মানোর জন্য ও এই যজ্ঞের প্রয়োজন বুঝাবার জন্য বললেন, **বয়মন্যে চ**—কেবল যে গোপ আমরাই গোপালন প্রয়োজনে এই যজ্ঞ করি তাই নয়, অন্যেও অর্থাৎ সকল মানুষই করে থাকে। পূর্বপক্ষ, 'সূর্য নিজ রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করত বর্ষণ করে', এই সব বচন হেতু—

১০। তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্যঃ ফলভাবনঃ॥

১০। **অন্বয়ঃ** পর্জ্জন্যঃ (ইন্দ্রঃ) পুংসাং (নরাণাং) পুরুষকারাণাং (কৃষি বাণিজ্যাদি প্রযত্নানাং) ফলভাবনঃ (ফলপ্রাপকঃ) [অতঃ] ত্রিবর্গফলহেতবে তচ্ছেষেণ (তদ্‌যজ্ঞাবশিষ্টান্নেন) উপজীবন্তি (জীবিকা-কামুপকল্পয়ন্তি)।

১০। **মূলানুবাদঃ** এই যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের দ্বারাই লোকের জীবিকা সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই জীবিকাও ধর্মাদি ত্রিবর্গ ফলের জন্য। এই ধর্মাদির জন্য যে উত্তম, তার ফলসাধক এই ইন্দ্রই। (সুতরাং ইন্দ্রযজ্ঞ করি)।

সূর্য থেকেই বৃষ্টি, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে; এরই উত্তরে, **বার্মুচাং পতিং ঈশ্বরম্**—ইন্দ্র হলেন মেঘের পতি ঈশ্বর—মেঘের ও সূর্যরশ্মিচয়ের ঈশ্বর ঐ ইন্দ্রই, এরূপ অর্থ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই দেখা যায়—"এই পৃথিবীর জলরূপ দুগ্ধ সূর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মেঘে পরিণত হয়—অতঃপর ইন্দ্র ঐ মেঘের দ্বারা জীবকল্যাণে এই পৃথিবীতে বর্ষণ করে।" কেন পূজা কর? এরই উত্তরে **ঈশ্বর**—দেবরাজ বলে পূজা করি, অন্যথা নানা রূপ উৎপাত সৃষ্টি করে ভয়ও উৎপাদন করবে, এরূপ ভাব। অথবা, বৈষ্ণবপ্রবর আপনাদের পক্ষে অন্য দেবতা পূজা সমীচিন নয়, এরই উত্তরে **ঈশ্বরম্**—অন্তর্যামী দৃষ্টি হেতু পূজা, এরূপ অর্থ। অন্য সব একই ব্যাখ্যা। **তদ্রেরতসা সিদ্ধে**—ইন্দ্রের প্রদত্ত জলে উৎপন্ন দ্রব্যে তারই পূজা—তত্ত্বতঃ তাতে আমাদের ঐশ্বর্যযুক্ত ভাবে ঐ দ্রব্যের দ্বারা পূজা সমীচীনই বটে, এরূপ ভাব—অন্যথা অকৃতজ্ঞতা দোষ এসে যায়। প্রথম পুরুষের 'যজন্ত' পদ এখানে আর্ষ প্রয়োগ, হওয়া উচিত ছিল 'বয়ম্ যজামঃ', এইরূপ প্রয়োগ আগেও ১০ শ্লোকে আছে 'উপজীবন্তি'। অথবা, পুত্রের অভিপ্রায় (যজ্ঞবন্ধ) বুঝে তার বাক্যলঙ্ঘন ভয়ে নন্দ-মহারাজ নিজদোষ পরিহারার্থে অন্য গোপদের প্রাধান্য বলবার ইচ্ছায় তাঁদের সহিত বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা প্রথমপুরুষের'যজন্তে' ব্যবহার করলেন, অর্থাৎ এই গোপেরা আরাধনা করে থাকে এরূপ। আমরা করে থাকি এরূপ ভাবকে ব্যহত করলেন॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তাতেতি সলালনসম্বোধনেন। তাদৃশপূজ্যদেবতানামেবানুগ্রহেণৈ-তাবদ্‌গুণবান্ ত্বং পুত্রঃ প্রাপ্তোঽস্যতস্তৎপূজাপ্রত্যাখ্যানং ত্বয়া শুভংযুনা ন কর্ত্তব্যমিতি দ্যোতিতম্। বস্তু-তস্তদ্‌যজ্ঞে কর্ত্তৃত্বাভিমানোঽপি নোচিত ইত্যাহ—তদ্রেতসা তদ্বৃষ্টপয়সা সিদ্ধেঃ॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তাত ইতি**—হে বাপধন, এরূপ আদরের সম্বোধনের ধ্বনি এরূপ—এই ইন্দ্রের মতো পূজ্য দেবতাদের অনুগ্রহেই তোমার মতো এইরূপ গুণবান পুত্র লাভ করেছি, তাই একে এই পূজা দেওয়া অস্বীকার মঙ্গলময় তোমার কর্তব্য নয়। বস্তুতঃ এই যজ্ঞে কর্তৃত্বাভিমানও উচিত নয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে **তদ্রেরতসা**—এই ইন্দ্রেরই বৃষ্টির জলে সিদ্ধ হচ্ছে এই যজ্ঞ—এ যেন গঙ্গা-জলেই গঙ্গা পূজা॥ বি০ ৯॥

১১। য এনং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামদ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥

১১। অন্বয়ঃ যঃ নরঃ কামাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ লোভাৎ এবং পারম্পর্য্যাগতং (শিষ্টাচার পরম্পরা-প্রাপ্তং) ধর্ম্মং বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ) স বৈ শোভনং ন আপ্নোতি (ন প্রাপ্নেতি)।

১১। মূলানুবাদঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা-দ্বেষ-ভয় বা লোভ বশতঃ কুল পরম্পরাগত এই ধর্ম ত্যাগ করে, তার ইহ কাল পরকালে মঙ্গল হয় না।

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নন্থ তর্হি তৈরস্মাকং কো নামোপকারঃ? তত্রাহ—তচ্ছেষেণেতি। ত্রিবর্গঃ ধর্ম্মার্থকামাঃ, স এব ফলং, তস্য হেতবে সিদ্ধ্যর্থম্, এবং দৃষ্টাদৃষ্টফলহেতুতোক্তা। পুংসামিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্; যদ্বা, নন্থ পুরুষপ্রযত্নৈর্ধর্ম্মাদিকং সেৎস্যতি, তত্রাহ—পুংসামিতি; দেবতাপ্রসাদেনৈব ধর্ম্মাদিসিদ্ধেঃ; পর্জ্জন্যস্য চ দেবরাজত্বাদিতি ভাবঃ। পুরুষকারাণাম্ উদ্যমানাম্ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, তাহলে এই যজ্ঞের দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়? এরই উত্তরে—তচ্ছেষেণ ইতি। **ত্রিবর্গ ফল**—ধর্ম-অর্থ কাম, ইহাই ফল, এর **হেতবে**—সিদ্ধির জন্য এই যজ্ঞ। এইরূপে বলা হল, দৃষ্ট-অদৃষ্ট ফল সিদ্ধির জন্য। [শ্রীসনাতন ঃ **পুংসাং ইতি**—দেবতা-অনুগ্রহ বিনা এই জগজ্জীবের প্রযত্ন সমূহের ব্যর্থতা বিপত্তি এসে যায় এবং বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেই হেতু (যজ্ঞ)। অথবা, বৃষ্টি বিনা ধান্যগমাদি দ্রব্য সিদ্ধি হয় না, ইহা বিনা জীবিকা হয় না, আর ইহা বিনা বলাদি অভাবে পুরুষকার থাকে না, আর তা বিনা ধর্মাদি যাজন হয় না, তাই ইন্দ্র পূজ্যই, এরূপ ভাব।] অথবা, পূর্বপক্ষ মানুষের যত্নচেষ্টা দ্বারাই তা ধর্মাদি সিদ্ধ হয়ে যায়, এরই উত্তরে, **পুংসাং ইতি**—দেবতা প্রসাদেই ধর্মাদির সিদ্ধি। **পর্জ্জন্যঃ**—মেঘ, এখানে 'মেঘ' পদের উল্লেখ হওয়ার কারণ মেঘেরও দেবরাজ-ভাব আছে, এরূপ ধ্বনি। **পুরুষকারাণাং**—উদ্যমের, (ফল-সাধক মেঘ) ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তচ্ছেষেণ তদ্যজ্ঞাবশিষ্টেনান্নেন উপজীবন্তি জীবিকামুপকল্পয়ন্তি। নচ জীবিকাইপি যথেষ্টবিষয়ভোগার্থেত্যাহ,—ত্রিবর্গেতি। পুরুষকারাণাং ত্রিবর্গার্থমুদ্যমানাং ফলং যৎত্রিবর্গএব তস্য ভাবনঃ সাধকঃ। পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং অন্নাজ্জীবিকা জীবিকাতো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদুদ্যম ইত্যর্থঃ। যতো বস্তুতঃ পর্জ্জন্য এব ত্রিবর্গে মূলহেতুরতঃ পর্জ্জন্য এবেজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তচ্ছেষেণো—এই যজ্ঞ-অবশিষ্ট অন্নের দ্বারা **উপজীবন্তি**—জীবিকা সম্পাদিত হয়। এই জীবিকাও যথেষ্ট বিষয় ভোগের জন্য নয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ত্রিবর্গ ইতি। **পুরুষকারাণাং ইত্যাদি**—ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের জন্য যে উদ্যম, তার ফল-সাধকও হল এই ত্রিবর্গ ধর্মাদিই অর্থাৎ পর্জন্য থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীবিকা, জীবিকা থেকে ধর্ম, ধর্ম থেকে উদ্যম। যেহেতু বস্তুত মেঘই ত্রিবর্গের মূল হেতু, সেই জন্যই মেঘ পতি ইন্দ্রের পূজা করি এরূপ ভাব ॥

শ্রীশুক উবাচ।

১২। বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ॥

১২। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—কেশবঃ নন্দস্য তথা অন্যেষাং ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) বচঃ নিশম্য (শ্রুত্বা) ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ (ইন্দ্রং প্রতি কোপজননায়) পিতরং (নন্দং) প্রাহ।

১২। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—নন্দমহারাজ ও অন্যান্য ব্রজবাসিগণের এরূপ কথা শুনে কেশব পিতাকে বলতে লাগলেন—ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মাতে জন্মাতে।

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ব্যতিরেকে দোষমপ্যাহ—য ইতি। কামাৎ অদৃষ্টবিষয়াৎ, দ্বেষাৎ দেবতাবিষয়াৎ তদুপাসকবিষয়াদ্বা, ভয়াদ্বিরোধিজনহেতুকাৎ, লোভাৎ দৃষ্টবিষয়াৎ ; বা-শব্দোঽত্রাধ্যাহার্য্যঃ। শোভনং নাপ্নোতীহামুত্র চ তস্য ক্ষেমং ন স্যাদিত্যর্থঃ। অত্রৈষাং শ্রীব্রজবাসিনাং ত্রিবর্গলিপ্সা তদ্দোষজিহীর্ষা চ শ্রীকৃষ্ণৈকনিবন্ধনেতি প্রতিপাদিতমেব। ততঃ সর্ব্বসদ্বাসনা-শিরোমণিতামেব ধত্তে ইতি বিবেচনীয়ম্॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণ টীকানুবাদঃ ব্যতিরেক ভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রের পূজা না করার দোষও বলা হচ্ছে, য ইতি। **কামাৎ ইত্যাদি**—অদৃষ্ট বিষয়ের জন্য অভিলাষ হেতু ; **দ্বেষাৎ**—দেবতা সম্বন্ধে বিদ্বেষ বশতঃ, অথবা দেবতা-উপাসকদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ; **ভয়াৎ**—পূজা-বিরোধি জনদের থেকে ভয় হেতু ; **লোভাৎ**—দৃষ্ট বস্তু অর্থাদি সঞ্চয়ের লোভ বশতঃ। এখানে 'বা' শব্দ উহ্য। **শোভনং নাপ্নোতি**—ইহকাল পরকালে মঙ্গল হয় না। এখানে এই ব্রজবাসিদের ত্রিবর্গ লিপ্সা ও তৎদোষ পরিহার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই, এরূপ প্রতিপাদিত হল। অতঃপর ব্রজবাসিদের এই মনোভাব সর্ব-সদ্বাসনা-শিরোমণিরূপই ধারণ করে থাকে, এরূপ বিবেচনীয়॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ব্যতিরেকে দোষমাহ,—য ইতি। কামাৎ স্বেচ্ছাতঃ লোভাৎ দ্রব্য-ব্যয়াভাববিষয়াৎ ভীষণা লোকহেতুকাৎ। দ্বেষাৎ দেবতাবিষয়কাৎ॥ বি০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ব্যতিরেকে অর্থাৎ না করলে তার দোষ বলা হচ্ছে—য ইতি। **কামাৎ**—নিজ স্বাতন্ত্র্য বশে ; **লোভাৎ**—অর্থ সঞ্চয়ের লোভ বশতঃ, **ভয়াৎ**—ভীতিপ্রদ লোকের থেকে ভয় হেতু। **দ্বেষাৎ**—দেবতা সম্বন্ধে দ্বেষ হেতু॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তথান্যেষাং ব্রজৌকসাং বচো নিশম্যেতি তেঽপি স্বয়ং বা শ্রীনন্দেনৈব প্রমাণিতা বা তথৈবোচুরিতি। ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্নিতি—তস্য বহিরঙ্গত্বমাদরণীয়ত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্ ; পিতরমিত্যস্য পরমান্তরঙ্গত্বং পরমাদরণীয়ত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। কো ব্রহ্মা, ঈশো রুদ্রঃ, তৌ বয়তে নিজমহিম্না ব্যাপ্নোতীতি, কস্তত্র বরাক ইন্দ্র ইতি বোধয়তি॥ জী০ ১২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

১৩। কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রমীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥

১৩। অন্বয়ঃ শ্রীভগবানুবাচ—জন্তুঃ কর্ম্মণা জায়তে কর্ম্মণা এব প্রমীয়তে (ম্রিয়তে) কর্ম্মণা এব সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং (অভয়ম্) অভিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)।

১৩। মূলানুবাদঃ জীব সকল কর্মফলেই জন্ম, কর্ম ফলেই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। এবং সকলেই জন্ম-মরণের পরও কর্মের দ্বারাই সুখ-দুঃখ, ভয়-অভয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তথা অন্য ব্রজবাসিগণের বাক্য শুনে—যা তাঁরা নিজেরাই বললেন, বা শ্রীনন্দমহারাজের দ্বারা যেরূপ মীমাংসিত হল সেইরূপ বললেন। 'ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্' —ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মাতে জন্মাতে—এ বাক্যে ইন্দ্রের বহিরঙ্গতা ও অনাদরনীয়তা জানানো হল। **পিতরং**—এ পদে শ্রীনন্দের পরম-অন্তরঙ্গত্ব ও পরম আদরনীয়ত্ব প্রকাশ করা হল। **কেশব**—'কো' ব্রহ্মা, 'ঈশো' রুদ্র এদের দুজনকে 'বয়তে' নিজমহিমায় আচ্ছাদিত করে দেন—এঁর নিকট তুচ্ছ ইন্দ্র আর এমন কি? এরূপ বোঝান হল ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ইন্দ্রায় ইন্দ্রস্য ইন্দ্রমন্যুজননস্য প্রয়োজনং তদ্গর্ব্বখণ্ডনপ্রতিবর্ষগোবর্দ্ধনোৎসবপ্রবর্ত্তনতদুদ্ধরণনিখিলপ্রিয়জনসহবাসলীলাবিলাসাদিকমুপরিষ্টাজ্ জ্ঞাস্যতে ॥ বি০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইন্দ্রায়—'ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মাবার প্রয়োজন—তাঁর গর্ব খণ্ডন, প্রতিবর্ষে গোবর্ধনোৎসব প্রবর্তন, নিখিল প্রিয়জন ৭ দিন একত্র বাস-লীলাবিলাসাদি একের পর এক, এইক্রমে বুঝতে হবে ॥ বি০ ১২ ॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এষাং মৎপিত্রাদিরূপনিত্যপরিকরাণাং পূজাগ্রহণে কো নাম ইন্দ্র ইতি তন্মদহরণং যদ্যপি মনসি বর্ত্ততে, তথাপি নরলীলাপালনায় তদনুদ্ঘাট্য কর্ম্মবাদস্য সর্ব্বত্রাতিপ্রসিদ্ধাত্ব তন্মতাশ্রয়ণেনৈব প্রথমং পিত্রোক্তং পরিহরতি—কর্ম্মণেতি। প্রমীয়তে ম্রিয়তে। অত্র তু কর্ম্মণেত্যত্র কর্ত্তরি তৃতীয়া। প্রলীয়ত ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। হি লীয়ত ইতি পাঠে তু হেতাবেব নিশ্চিতে। এবং জন্মমরণে উক্তে জন্মমরণানন্তরঞ্চ কর্ম্মণৈব সুখাদিকমাহ—সুখমিতি। ক্ষেমম্ অভয়ম্। কর্ম্মণেতি—পুনঃ পুনরুক্তিস্তদেকহেতাবিবক্ষয়া তদ্দার্ঢ্যার্থমেব শব্দদ্বয়ঞ্চ ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আমার পিত্রাদিরূপ এই নিত্যপরিকরদের পূজা গ্রহণে ইন্দ্র কোথাকার কে? এইরূপে ইন্দ্রের গর্ব-হরণ যদিও মনে রয়েছে, তথাপি নরলীলা পালনের জন্য উপরের সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করে সর্বত্র কর্মবাদের প্রসিদ্ধি থাকা হেতু সেই মত আশ্রয় করেই প্রথমে পিতার উক্তি পরিহার করছেন—কর্মণা ইতি। **কর্ম্মণৈব প্রমীয়তে**—কর্ম বশতঃই মৃত্যু হয়। 'প্রলীয়ত' পাঠেও একই অর্থ। 'হী লীয়ত' পাঠে কিন্তু অর্থ—কর্ম হেতুতেই 'হি' নিশ্চয় মৃত্যু হয়। এবং জন্মমরণ উক্তি হেতু

১৪। অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥

১৪। অন্বয়ঃ অন্যকর্ম্মণাং (জীবকৃতকর্ম্মণাং) ফলরূপী (ফলদাতা) ঈশ্বরঃ চেৎ (যদি) অস্তি [তর্হি] সোঽপি কর্ত্তারং (কর্ম্মকৃতমেব) ভজতে (কর্ম্মানুরূপমেব ফলং দদাতি) হি (যতঃ) সঃ (ঈশ্বরঃ) অকর্ত্তুঃ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বতঃ জনস্য) ন প্রভুং (নৈব ফলদানে সমর্থঃ)।

১৪। মূলানুবাদঃ কর্মফল দাতা ঈশ্বর যদি কোনও একজন থাকেন, তবে তিনিও যে কর্ম করে, তাকেই ফল দিয়ে থাকেন, কর্ম না করলে ফল দানে সমর্থ হন না।

জন্মমরণের পরেও কর্মের দ্বারাই সুখাদিও পায়, তাই বলা হচ্ছে, সুখং ইতি। ক্ষেমং—অভয়। পুনরায় 'কর্ম' পদের উক্তি হল—কর্মই একমাত্র হেতু বলে কর্মমার্গে উক্ত থাকা হেতু ও এই মত দৃঢ় করবার জন্যই দুবার উক্তি॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নরলীলাতয়ৈব ইন্দ্রমখভঙ্গে কর্ত্তব্যে যুক্তিমুত্থাপয়ন্ সদ্ভির্বিগীতমপি কর্ম্মবাদমাশ্রিত্য দেবতাং নিরাকরোতি কর্ম্মণেতি॥ বি০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নরলীলা হেতুই ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ কর্তব্যে যুক্তি উঠাতে গিয়ে সাধুদের নিন্দিত হলেও কর্মবাদ আশ্রয় করত দেবতাদের পরিহার করা হচ্ছে, কর্মণা ইতি॥ বি০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ফলং রূপয়িতুং দর্শয়িতুং দাতুং শীলম্ অস্যেতি ফলরূপী; ভজতে অনুসরতি, কর্ম্মানুসারেণৈব ফলদানাৎ; ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি—নেতি। হি যতঃ কর্ম্মাভাবে ফলং দাতুং ন শক্ত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ফলরূপীঈশ্বর—ফলকে রূপ দান করতে অর্থাৎ দেখাতে অর্থাৎ ফল দেওয়ার স্বভাবে ঈশ্বর, তাই একে বলা হল ফলরূপী ঈশ্বর। **ভজতে**—(ফল দান বিষয়ে কৃত কর্মকে) অনুসর করেন ঈশ্বর—কর্ম অনুসারে ফল দান হেতু। ব্যতিরেক ভাবে দৃঢ় করা হচ্ছে—নেতি। **হি**—যেহেতু কর্ম-অভাবে ফল দানে সমর্থ নন তিনি, এরূপ অর্থ॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নন্বু জড়াৎ কর্ম্মণঃ কেবলাৎ কথং ফলসিদ্ধিরতঃ কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরোঽবশ্যাপেক্ষ্য ইত্যপি কেষাঞ্চিন্মতং তত্রাহ,—অস্তি চেদিতি। ফলরূপী অন্যজনকৃতকর্ম্মণাং ফলদাতা সোঽপি কর্ত্তারং ভজতে অনুসরতি কর্ম্মানুসারেণৈব ফলদানাৎ। ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি- নেতি। হি যতঃ কর্ম্মাভাবে ফলং দাতুং ন শক্ত ইত্যর্থঃ॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, কেবলমাত্র জড়-কর্ম থেকে কি করে ফলসিদ্ধি হতে পারে, অতএব কর্মফল দাতা ঈশ্বর একজন আছেন,এ অবশ্য স্বীকার করতে হয়, এরূপ কারুর কারুর মত,এই

১৫। কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্॥

১৫। অন্বয়ঃ নৃণাং স্বভাববিহিতং (প্রাক্তন সংস্কারেনৈব বিহিতং যৎ কর্ম্ম তৎ) অন্যথা কর্ত্তুম্ অনীশেন (অসমর্থেন) ইন্দ্রেন স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্ ভূতানাং (প্রাণিনাং) কিম্।

১৫। মূলানুবাদঃ প্রাক্তন কর্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগী প্রাণীমাত্রেরই ইন্দ্রের প্রয়োজন নেই। মানুষের কর্তব্য কর্ম সংস্কারের দ্বারা আনীত হয়, এ কর্মেরও অন্যথা করতে অসমর্থ ইন্দ্রের বা কি প্রয়োজন।

আশয়ে বলা হচ্ছে, অস্তি চেৎ ইতি। **ফলরূপী**— অন্য জনের কৃত কর্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর আছেন, তিনিও যে কর্ম করে তাকেই ফল দান করে থাকেন। ব্যতিরেক ভাবে কথাকে দৃঢ় করা হচ্ছে—নেতি। কর্ম শূন্য জনকে ফল দান করেন না॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তত্রাপি ভূতানাং প্রাণিমাত্রাণাং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারেণ সুখদুঃখং ভুঞ্জানানামিন্দ্রেণ কিম্? কর্ম্মণ এব তত্তদ্ভোগকারণত্বাৎ। তেষু নৃণাঞ্চ কর্ম্মান্তরোপার্জকানাং স্বং স্বং স্বভাববিহিতমন্যথা-কর্ত্তুমনীশেন তেন কিম্? স্বভাবস্যৈব তত্তৎকর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণত্বাৎ॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তত্রাপি **ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্তিনাম্**—প্রাণীমাত্রই নিজ নিজ কর্মানুবর্তী—প্রাক্তন কর্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করছে, এর মধ্যে ইন্দ্রের কি প্রয়োজন?—কর্মই সেই সেই ভোগ কারণ হওয়া হেতু। এবং এর মধ্যে **নৃণাম্**—বিভিন্ন কর্মের উপার্জক মানুষের নিজ নিজ **স্বভাব বিহিতং**—প্রাক্তন সংস্কারের দ্বারা কর্তব্য স্বরূপে সম্মুখে আনীত যে কর্ম, তা অন্যথা করতে অসমর্থ ইন্দ্রের দ্বারা কি প্রয়োজন?—স্বভাবই সেই সেই কর্ম প্রবৃত্তি কারণ হওয়া হেতু॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অতোঽজাগলস্তনতুল্যত্বান্ন দেবতয়া কৃত্যমিত্যাহ,—কিমিন্দ্রেণেতি। নন্বু, কর্ম্মণ্যপি প্রবৃত্তিরন্তর্যাম্যপেক্ষয়ৈব কথং সর্ব্বথা দেবতায়ানুপযোগ ইত্যাশঙ্কাহ,—স্বভাববিহিতমিতি। স্বভাবেন প্রাক্তনসংস্কারেণ বিহিতং কর্ত্তব্যত্বেনোপস্থাপিতং যৎ কর্ম্ম তদেব কর্ত্তুমন্তর্যামী জীবং প্রেরয়তি, নত্বন্যদিত্যতঃ স্বভাববিহিতমেব কর্ম্ম অন্যথা কর্ত্তুমসমর্থেন ইন্দ্রেণ পূজনীয়েন কিং ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতএব অজাগলস্তনের তুল্য হওয়া হেতু দেবতা দিয়ে কোন কাজ নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কিম্ ইন্দ্রেন ইতি। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কর্মে প্রবৃত্তিতেও অন্তর্যামীর প্রেরণার অপেক্ষা তো আছেই, তা হলে সর্বথা দেবতার অনুপযোগিতা কি করে স্বীকার করা যায়, এই আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, **স্বভাব বিহিতং ইতি**—'স্বভাব' প্রাক্তন সংস্কারের দ্বারা 'বিহিতং' কর্তব্যরূপে সম্মুখে আনীত যে কর্ম সেটাই করবার জন্য অন্তর্যামী জীবকে প্রেরণ করেন, অন্য কিছু করবার জন্য নয়, অতএব স্বভাববিহিত কর্ম অন্যথা করতে অসমর্থ ইন্দ্রের পূজা করে কি হবে—কোন ফল নেই, এরূপ অর্থ॥বি০১৫॥

১৬। স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥
১৭। দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥

১৬। অন্বয়ঃ জনঃ স্বভাবতন্ত্রঃ (প্রাক্তন কর্ম্ম সংস্কারাধীনঃ) হি (যতঃ) স্বভাবম্ অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি) সদেবাসুরমানুষং ইদং সর্ব্বং (সর্ব্বমেব জগৎ) স্বভাবস্থং (স্বভাব এব তিষ্ঠতি)।

১৭। অন্বয়ঃ জন্তুঃ (জীবঃ) কর্ম্মণা উচ্চাবচান্ দেহান্ প্রাপ্য [তেন কর্ম্মণা] উৎসৃজতি (ত্যজতি) শত্রুঃ মিত্রমুদাসীনঃ গুরুঃ ঈশ্বরঃ কর্ম্ম এব (স্ব স্ব কর্ম্ম এব)।

১৬। মূলানুবাদঃ জীবমাত্রেই প্রাক্তন সংস্কারের অধীন। সুতরাং এই সংস্কার অনুসরণ করে নিজে নিজেই কর্মে প্রবর্তিত হয়। দেবতা-অসুর-মানুষের সহিত এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাক্তন সংস্কারেই অবস্থিত।

১৭। মূলানুবাদঃ জীব কর্মবশেই উচ্চনীচ দেহ প্রাপ্ত হয়, আবার ত্যাগ করে। কর্মই শত্রু-মিত্র উদাসীন। কর্মই গুরু। কর্মই ঈশ্বর।

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সর্ব্বমিত্যনেন গৃহীতানামপি দেবাদীনাং পৃথগুক্তির্বিচারাদিসদ্ভাবেঽপি তদতিক্রমণাশক্তেঃ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সর্ব্বং—'সর্ব' পদের মধ্যেই দেবতাদি সকলেই গৃহীত হলেও এদের পৃথক্ উক্তিতে বুঝা যাচ্ছে, এদের বিচারাদির শক্তি আছে, কিন্তু থাকলেও এই কর্ম-সংস্কার লঙ্ঘন সামর্থ্য নেই॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ এতদ্বিবৃণোতি। স্বভাবতন্ত্রঃ প্রাক্তনসংস্কারাধীন। অতঃ স্বভাবমনুলক্ষীকৃত্য তত্তৎকর্ম্মণি স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে ইত্যন্তর্যামিণাপি ন কিমপি ফলমিতি ভাবঃ॥ বি০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বের প্রসঙ্গই বিবৃত হচ্ছে। **স্বভাব তন্ত্রো**—প্রাক্তন সংস্কার-অধীন। সুতরাং স্বভাব অনুসরণ করে সেই সেই কর্মে নিজে নিজেই প্রবর্তিত হয়—কাজেই অন্তর্যামী দিয়েও কোনও প্রয়োজন নেই, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি প্রাপ্নোতি ত্যজতি চেত্যর্থঃ। শত্রাদয়োঽপি কর্ম্মৈব, একস্যৈব কদাচিচ্ছত্রুতায়াঃ কদাচিন্মিত্রতায়াঃ কদাচিদুদাসীনতায়াশ্চ দর্শনাৎ। নন্বু জ্ঞানং বিনা কর্ম্মসু অপ্রবৃত্তেঃ জ্ঞানার্থমুপদেষ্টারমবশ্যমপেক্ষতে, তত্রাহ—গুরুরিতি। অদৃষ্টং বিনোপাদেশাপ্রাপ্তেঃ, প্রাপ্তেঽপ্যুপদেশে তৎফলাসিদ্ধেঃ। নন্বু কর্ম্মণো জড়ত্বেন তৎফলদাতা প্রভুরপেক্ষ্যতে, তত্রাহ—ঈশ্বরশ্চেতি। ঈশ্বরস্যাপি কর্ম্মানুগত্বাৎ তস্যৈব তাদৃশশক্তেঃ॥ জী০ ১৭॥

১৮। তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥

১৮। অন্বয়ঃ তস্মাৎ স্বভাবস্থঃ (সংস্কারতঃ) স্বকর্ম্মকৃৎ কর্ম্ম (স্ব স্ব কর্ম্মৈব) সম্পূজয়েৎ যেন অঞ্জসা (সুখেন) বর্ত্তেত তদেব হি অস্য দৈবতম্ (দেবতা)।

১৮। মূলানুবাদঃ প্রাক্তন সংস্কারানুসারেই লোকের সকল কর্ম নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, অতএব নিজ নিজ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কর্মকেই পূজা করা উচিত। কারণ যে যে-কর্মের দ্বারা সুখে বেঁচে থাকে, সেই কর্মই তার পরম দেবতা।

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি—প্রাপ্ত হয়, পুনরায় ত্যাগ করে। কর্মই শত্রু-মিত্র-উদাসীন—কারণ এক ব্যক্তিই কখনও শত্রু, কদাচিৎ মিত্র, কদাচিৎ উদাসীন রূপে দেখা দেয়, কর্মানুসারে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা জ্ঞান বিনা কর্মে অপ্রবৃত্তি হেতু জ্ঞানের জন্য উপদেষ্টা অবশ্য প্রয়োজন, এর উত্তরে বলা হচ্ছে, গুরু ইতি। কর্মই গুরু। অদৃষ্ট বিনা উপদেশ পাওয়া যায় না, আর উপদেশ পেলেও উহার ফল সিদ্ধ হয় না, তাই গুরু চাই। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কর্ম জড় বলে তার ফলদাতা প্রভু একজন অবশ্য চাই, এরই উত্তরে—ঈশ্বরশ্চ ইতি। কর্মই ঈশ্বর। ঈশ্বরেরও কর্মের আনুগত্য থাকা হেতু কর্মেরই তাদৃশ শক্তি, কাজেই কর্মকে ঈশ্বর বলা হল॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তস্মাৎ স্বভাবতো নিষ্পন্নস্য কর্ম্মণ এব সর্ব্বকারণত্বাৎ কর্ম্মৈব পূজ্যমিত্যাহ,—দেহানিতি সার্দ্ধেন॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সুতরাং প্রাক্তন সংস্কার থেকে নিষ্পন্ন কর্মই সর্বকারণ হওয়া হেতু কর্মই পূজ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দেহান্ ইতি দেড় শ্লোকে॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তস্মাদগুরুত্বেশ্বরত্বাদের্হেতোঃ, স্বভাবস্থঃ সংস্কারত এব, স্বয়ং কর্ম্ম নিষ্পদ্যতে ইত্যেতদ্দৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ; যদ্বা, যস্মাৎ স্বভাব এব কর্ম্মান্তরপ্রবর্ত্তকঃ, কর্ম্মৈব ফলদাতৃ, তস্মাৎ কেনচিদ্দোষেণ ব্রাহ্মণাদ্যনর্হভাবান্তরানুগমেঽপি যত্নাৎ স্বভাবস্থস্তদর্হভাবস্থ এব সন্ স্বকর্ম্মকৃৎ তদর্হকর্ম্মকৃদেব চ সন্ কর্ম্মেতি কর্ম্মাজীব্যমেব সংপূজয়েৎ, ন তু বহিরঙ্গ দেবাদীনিত্যর্থঃ, অগ্রে তথৈব ব্যক্তেঃ। তদেবাহ—অঞ্জসেতি। হি যতঃ সুখপূর্ব্বকং যেন যো বর্ত্তেত, যৎ য আজীব্যেৎ, তদেবাস্য জনস্য দৈবতম্॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ তোষণী টীকানুবাদঃ সুতরাং গুরু-ঈশ্বরাদি হওয়া হেতু **স্বভাবস্থঃ**—সংস্কার বশেই **স্বকর্ম্মকৃৎ**—নিজে নিজেই কর্ম নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে কর্মকেই **সম্পূজয়েৎ**—আদর করা উচিত। অথবা যেহেতু স্বভাবই কর্মান্তর প্রবর্তক, কর্মই ফলদাতা, **তস্মাৎ**—সেই হেতু কোনও দোষে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ পূর্ণ বেদের উপসংহার ভাগ ব্রাহ্মণাদির অনাদরনীয় ভাবান্তরের অনুসরণ পরায়ণ হলেও যত্ন সহকারে **স্বভাবস্থঃ**—সেই আদরনীয় ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে **স্বকর্ম্ম-**

১৯। আজীব্যৈকতরং ভাবংযস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্য্যসতী যথা ॥

১৯। অন্বয়ঃ অসতী নারী যথা জারাৎ (উপপতিসেবনাৎ) ক্ষেমং (মঙ্গলং) ন বিন্দতে (ন-লভতে) তস্মাৎ যস্তু (যঃ জনঃ) একতরং ভাবং আজীব্য (জীবনোপায়ত্বেন গৃহীত্বা) অন্যং উপজীবতি (সেবতে) সঃ [ক্ষেমং ন বিন্দতে]।

১৯। মূলানুবাদঃ অসতী নারী স্বামীর আশ্রয় থেকে পরপুরুষকে সেবা করত যেমন মঙ্গল লাভ করে না, সেইরূপ যে জন এক পদার্থকে জীবনোপায়রূপে অবলম্বন করত অন্য পদার্থের সেবা করে, সে মঙ্গল লাভ করে না।

কৃৎ—সেই আদরনীয় কর্মে রত হয়ে **কর্ম্মসম্পূজয়েৎ**—কর্ম জীবিকাকেই অতি আদরে পূজা করা উচিত, বহিরঙ্গ দেবতাদিকে নয়। অগ্রেও সেইরূপই প্রকাশ করা হয়েছে। সেই কথাই বলা হচ্ছে এখানে—অঞ্জসা ইতি। **হি**—যেহেতু সুখপূর্বক **যেন**—যে যে কর্মের দ্বারা বেঁচে থাকে, তাই তার পরম দেবতা ॥ জী১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সংপূজয়েৎ সংমানয়েৎ কর্ম্মসামান্যস্যাইপি পূজ্যত্বেইপি কর্ম্মবিশেষ-করণে শাস্ত্রমেব প্রমাণমিত্যাহ,—স্বভাবস্থঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণস্থঃ স্ব স্ব বিহিতং কর্ম্ম করোতীতি সঃ। নন্বু, তদপ্যত্র দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকত্বাৎ যাগস্য কথং দেবতাং বিনা সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাঙ্গমাত্রং দেবতেতি মতমঙ্গীকুর্ব্বন্ হেতুবাদমাশ্রিত্যান্যামেব দেবতাং সমর্থয়তে অঞ্জসা সুখেন বর্ত্তেত জীবেত ॥ বি° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সম্পূজয়েৎ—সম্মান করা উচিত, কর্ম-সামান্যেরও পূজ্যত্ব থাকলেও কর্ম-বিশেষ-করণে শাস্ত্রই প্রমাণ, এই আসয়ে বলা হচ্ছে, **স্বভাবস্থঃ**—ব্রাহ্মণাদি বর্ণস্থ জন **স্বকর্ম্মকৃৎ**—নিজ নিজ বর্ণবিহিত কর্ম করে থাকে। তা হলেও এখানে দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য-ত্যাগাত্মক যজ্ঞের সিদ্ধি কি করে হতে পারে দেবতা বিনা, এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করে কর্মাঙ্গমাত্রই দেবতা, এরূপ মত অঙ্গীকার করত হেতুবাদ আশ্রয় করে অপর পক্ষের মতই অন্য (কর্ম) দেবতাকে সমর্থন করা হল। **অঞ্জসা**—সুখে। **বর্ত্তেত**—জীবিকা নির্বাহ হয় ॥ বি° ১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ একতরং ভাবমেকং পদার্থম্ আজীব্য জীবনোপায়ং কৃত্বা তস্মাদন্যস্মাৎ জারাদিতি তৎসামানাধিকরণ্যেন দৃষ্টান্তঃ। জারমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ, তথাপি তদেব তাৎপর্য্যং, পিত্রাদিষ্বত্যান্তৌদ্ধত্যমিদং তৎকর্ত্তৃক-নীচারাধনজেন কোপেনৈব ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ একতরং ভাবং—এক পদার্থকে **আজীব্য**—জীবনোপায় করে (যে জন অন্যকে সেবা করে ইত্যাদি)। তস্মাৎ—'অন্যস্মাৎ' অন্য পদার্থ থেকে (মঙ্গল লাভ করে না)। **জারাৎ**—পদার্থের সহিত সামানাধিকরণ্যে দৃষ্টান্ত—(অর্থাৎ যেমন-না কি 'উপপতি' সেবনে মঙ্গল হয় না)। 'জারম্' পাঠও আছে—তাৎপর্য একই। পিতা প্রভৃতির প্রতি এরূপ বাক্য অত্যন্ত ঔদ্ধত্য—ইহার প্রকাশ হল, তৎকর্তৃক নীচ-আরাধনজ কোপ বশে ॥ জী° ১৯ ॥

২০। বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া, জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥
২১। কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

২০। **অন্বয়ঃ** বিপ্রঃ ব্রহ্মণা (বেদাধ্যাপনাদিনা) বর্ত্তেত, রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) ভুবঃ রক্ষয়া, বৈশ্যঃ তু বার্ত্তয়া (কৃষিবাণিজ্যাদিনা) জীবেৎ, শূদ্রঃ তু দ্বিজসেবয়া জীবেৎ।

২১। **অন্বয়ঃ** কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা [ত্রয়মিত্যর্থঃ] তূর্য্যং (চতুর্থং) কুসীদং (বৃদ্ধ্যর্থং দ্রব্যপ্রয়োগং) বার্ত্তা চতুর্বিধা তত্র (চতুর্বিধানাং বার্ত্তানাম্ মধ্যে) বয়ং (গোপাঃ) অনিশম্ (নিরন্তরং) গোবৃত্তয়ঃ।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ ব্রাহ্মণ বেদ, ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন, বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালন এবং শূদ্র দ্বিজ সেবাদ্বারা জীবন ধারণ করবেন।

২১। **মূলানুবাদ** ঃ কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা এবং সুদ এই চারটি বৈশ্যের জীবিকা হলেও ব্রজের বৈশ্য আমরা সর্বদা কেবল গোরক্ষাকেই জীবিকা রূপে অবলম্বন করে আছি।

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ হেতুবলেনৈব বিপক্ষে দোষমাহ,-আজীব্যেতি। উপজীবতি সেবতে॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ হেতু বলেই বিপক্ষে দোষ বলা হচ্ছে—আজীব্য ইতি। **উপজীবতি**—সেবা করে॥ বি০ ১৯॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ অধুনা স্বকর্ম্মাজীব্যপূজামেব সাধয়িতুমাদাবাত্মনো গো-বৃত্তিত্বমাহ—বর্ত্তেতেতি দ্বাভ্যাম্॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ এখন গোপেদের স্বকর্ম-জীবনোপায়-পূজা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেদের যে পশুপালন বৃত্তি, তাই বলা হচ্ছে ; 'বর্ত্তেত' দুই শ্লোকে'॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তস্মাদস্মাকং য এবাজীব্যঃ সৈব দেবতেতি বক্তুং দৃষ্টান্তত্বেনান্যেষাম-প্যাহ,—বর্ত্তেতেতি। বিপ্রস্য বেদশাস্ত্রাণ্যেব দৈবতানি। রক্ষয়া ভূব ইতি ভূরেব তস্য দেবতা। বার্ত্তয়েতি বার্ত্তৈব তস্য দেবতা, দ্বিজশুশ্রূষয়েতি দ্বিজা এব তস্য দেবতা ইত্যর্থঃ॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ সুতরাং আমাদের যা জীবনোপায়, তাই আমাদের দেবতা, এই কথাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলার জন্য অন্যেরটাও বলা হচ্ছে, যথা—বর্ত্তেত ইতি। বিপ্রের বেদশাস্ত্রই দেবতা। ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীই দেবতা। বৈশ্যের **বার্তা**—কৃষি বাণিজ্যাদিই দেবতা। **দ্বিজসেবয়া**—দ্বিজই শূদ্রের দেবতা, এরূপ অর্থ॥ বি০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ অনিশমিতি—বৈশ্যেষ্বপি গোপত্বাৎ ন কৃষ্যাদি কাপি বৃত্তি-রিতি ভাবঃ॥ জী০ ২১॥

২২। **সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।**
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ॥

২২। **অন্বয়ঃ** সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ রজসা (রজোগুণেন) অন্যোন্যং (স্ত্রীপুরুষাদিযোগেন) বিবিধং (নানাপ্রকারং) বিশ্বম্ উৎপদ্যতে (উৎপন্নং ভবতি)।

২২। **মূলানুবাদঃ** সত্ত্ব-রজো-তমোগুণই জগতের স্থিতি সৃষ্টি-লয়ের কারণ। এর মধ্যে রজোগুণে বিশ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর স্ত্রীপুরুষের সংযোগে বিবিধ প্রাণীগতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অনিশম্** - সর্বদাই গোরক্ষণই বৃত্তি, এখানে সর্বদাই পদের ধ্বনি বৈশ্যের মধ্যেও আমরা গোপশ্রেণী হওয়া হেতু কৃষ্যাদি অন্য কোন কিছু আমাদের বৃত্তি নয়, এরূপ ভাব॥ জী০ ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** স্বস্য বৈশ্যত্বাদুক্তামপি বৈশ্যবার্ত্তাং বিশিষ্যাহ,—কৃষীতি। কৃষিবাণিজ্যাভ্যাং সহিতা গোরক্ষা কুশীদং বৃদ্ধিজীবিকা। গোবৃত্তয়ঃ গোরক্ষণবৃত্তয়ঃ অনিশমিতি কদাপ্যাপৎকালেঽপি কৃষ্যাদিকমস্মাভির্নক্রিয়ত ইতি গাব এবাস্মাকং দৈবতত্বাৎ পূজ্যা ইত্যর্থঃ॥ বি০ ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** নিজেরা বৈশ্য হওয়া হেতু বৈশ্য-জীবিকা উপরের শ্লোকে বলা হলেও উহাই এখানে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে—কৃষি ইতি। কৃষি ও বাণিজ্যের সহিত গোরক্ষা, **কুসীদঃ**—সুদ, এই চতুর্বিধ বৈশ্যের **বার্ত্তা**—জীবনোপায়। এর মধ্যে আমরা **গোবৃত্তয়ঃ**—গোরক্ষণবৃত্তি **অনিশম্**—সর্বদা অবলম্বন করে আছি। কদাপি আপৎকালেও কৃষি, বাণিজ্য, সুদ এই তিন কর্ম আমরা করি না—এইরূপে গোধনই আমাদের দেবতা রূপে পূজ্য, এরূপ অর্থ॥ বি০ ২১॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** পূর্ব্বপূর্ব্বং কারণরূপং বিবিধং বিশ্বমন্যোঽন্যং স্ত্রীপুরুষাদিযোগেন বিবিধং জগদ্রূপং সদুৎপদ্যতে। সত্ত্বাদীনাং স্থিত্যাদিহেতুত্বং স্বভাবত এবেতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** পূর্বপূর্ব কারণ রূপ ত্রিগুণ থেকে **বিশ্বং**—সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, **অন্যোন্যং**—স্ত্রীপুরুষাদি যোগে বিবিধ প্রাণীজগৎ স্থূল কার্য সৃষ্ট হয়। সত্ত্বাদির স্থিত্যাদি-হেতুত্ব স্বভাবতই আছে, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্থ, গবামপি বৃত্তির্মহেন্দ্রাধীনৈবেত্যাশঙ্ক্য নিরীশ্বর সাংখ্যমতাশ্রয়েণ নিরাকরোতি—সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। অন্যোন্যং স্ত্রীপুরুষয়োর্যোগেন॥ বি০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গো-রক্ষা বৃত্তিও ইন্দ্রের অধীনই, এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করে নিরীশ্বর সাংখ্য মত আশ্রয়ে উহা খণ্ডন করছেন—সত্ত্বম্ ইতি দুইটি শ্লোকে। **অন্যোন্যং**—স্ত্রী পুরুষ যোগে॥ বি০ ২২॥

২৩। রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥
২৪। ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ॥

২৩। অন্বয়ঃ মেঘা রজসা চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ) সর্ব্বতঃ অম্বূনি বর্ষন্তি, তৈঃ (অম্বুভিঃ) এব প্রজাঃ (জীবাঃ) সিধ্যন্তি (জীবন্তি) মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি।

২৪। অন্বয়ঃ [হে] তাত (পিতঃ) বয়ং বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ) নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ নঃ (অস্মাকং) পুরঃ ন (নৈবসন্তি) জনপদাঃ ন গ্রামাঃ ন গৃহা চ ন।

২৩। মূলানুবাদঃ রজগুণে চালিত হয়েই মেঘপুঞ্জ সর্বত্র জল বর্ষণ করে থাকে এবং এই জলের দ্বারাই প্রজাসকল জীবন ধারণ করে। আরে-রে এর মধ্যে ইন্দ্রের কি করণীয় আছে?

২৪। মূলানুবাদঃ হে পিতঃ! আমরা বনবাসী সবসময় বন পর্বতে থাকি। আমরা না-শহর, না-লোকালয়, না-গ্রামবাসী।

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ মহেন্দ্র ইতি সোপহাসং, মেঘানাং তস্যাপি রজোই-ধীনত্বাৎ॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মহেন্দ্র ইতি—উপহাসের সহিত বললেন ইন্দ্র কি করবে—মেঘচয়ের ও ইন্দ্রের রজোগুণের অধীনতা থাকা হেতু॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সর্ব্বত ইতি সমুদ্রশিলোষরাদিষ্বপি বৃষ্টিদর্শনান্নাপেক্ষা পূর্ব্বকত্বং বৃষ্টে-রিতি ভাবঃ। তৈরেব মেঘৈরেব সিদ্ধ্যন্তি জীবন্তি॥ বি০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সর্বত ইতি—সমুদ্র, শিলা-ক্ষারভূমি সব জায়গাতেই বৃষ্টি দেখা হেতু এই পদের প্রয়োগ—গো-রক্ষা ইত্যাদি কোন কিছু অপেক্ষা করে-যে বৃষ্টি পাত হয়, তা নয়, এরূপ ভাব॥ বি০ ২৩॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ বনান্যেব ওকাংসি যেষাং তথাভূতা জাত্যৈব বয়ম্, অতএব ন কদাপ্যন্যত্র প্রযাম ইত্যাহ—নিত্যমিতি। হে তাতেতি—তমার্দ্রয়তি, এবং শ্রীগোবর্দ্ধনসমীপে নিজবাসশ্চ সূচিতঃ॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বনৌকসঃ—বনবাসী, বনই গৃহ যাদের,জাতিতেই আমরা তথাভূত অর্থাৎ সেইরূপ, অতএব আমরা কখনও-ই অন্যত্র যাই না, তাই বলা হল, **নিত্যম্**—নিত্যই বন পর্বতাদি বাসী। **হে তাত**—পিতা বলে সম্বোধন করে নন্দমহারাজকে নরম করা হল। এইরূপে শ্রীগোবর্ধন সমীপে নিজবাসও সূচিত হল॥ জী০ ২৪॥

২৫। তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥

২৫। অন্বয়ঃ তস্মাৎ গবাং ব্রাহ্মণানাম্ অদ্রেঃ (গোবর্দ্ধনস্য) চ মখঃ (যজ্ঞঃ) আরভ্যতাম্। যে ইন্দ্রযাগসম্ভারাঃ তৈঃ (সম্ভারৈঃ) অয়ং মখঃ (যজ্ঞঃ) সাধ্যতাং (সম্পাদ্যতাম্)।

২৫। মূলানুবাদঃ অতএব গো-ব্রাহ্মণ এবং গোবর্ধন পর্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করুন। এই ইন্দ্র-যজ্ঞের উপকরণের দ্বারাই এই যজ্ঞ করা হোক।

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কিঞ্চ, গা বর্দ্ধয়তীতি গোবর্দ্ধন ইতি ব্যুৎপত্তে র্যাথার্থ্যেনৈবানুভূয়মানত্বাদ্গবাং বৃত্তির্গোবর্দ্ধনাধীনৈবেতি গোবর্দ্ধনশ্চ পূজ্য ইত্যাহ,—নেতি দ্বাভ্যাম্। পুরঃ পত্তনানি জনপদা দেশাঃ কিন্তু গোধনচারকত্বাৎ বনৌকসঃ ॥ বি০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আরও, 'গোবর্ধন' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—ধেনুকুলকে পরিপোষণ যথার্থরূপে ইহা অনুভূত হচ্ছে বলে গোপালনবৃত্তি গোবর্ধনেরই অধীন, তাই গোবর্ধন পূজ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ন ইতি দুইটি শ্লোক **পুরঃ**—শহর **জনপদা**—লোকালয় (আমাদের গৃহ নয়); কিন্তু গোধন চরিয়ে বেড়াই বলে বনই আমাদের গৃহ ॥ বি০ ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তস্মাদাজীব্যত্বাৎ তত্র ব্রাহ্মণানাং গবাদিবৎ প্রাগনুক্তিঃ, সর্ব্বাজীব্যতয়া সামান্যত এব প্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। তথা চ মনুঃ—'উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ। সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥' ইতি। আজীব্যতয়োক্তত্বেঽপি বনস্যানুক্তিঃ দেবতাত্বাপ্রসিদ্ধেঃ, অত্রাদ্রেরেব বা মুখ্যত্বাৎ। যথা স্কান্দে—'অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ' ইতি। অত্র দেবতানাং সমুচ্চয়াৎ, মখস্য চৈকবচনোক্তের্দেবতাত্রয়ারাধনাত্মক এক এবায়ং মখো জ্ঞেয়ঃ। বক্ষ্যতে চ—'তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্' (শ্রীভা০ ১০।২৪।৩২) ইত্যাদি, 'ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখম্' (শ্রীভা০ ১০।২৪।৩৮) ইতি চ। তথাপি 'কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপম্' (শ্রীভা০ ১০।২৪।৩৫) ইত্যাদিনা তস্যৈব মহিমদর্শনাৎ, তদভেদদর্শনাচ্চ শৈলস্যৈব মুখ্যত্বমগম্যতে। যদ্যপি শ্রীবৃন্দাবনভূমৌ নন্দীশ্বরাষ্টকূট-বরসানু-ধবলগিরিসৌগন্ধিকাদয়ো বহবোঽদ্রয়ো বর্ত্তন্তে, তথাপ্যত্রাদ্রিঃ শ্রীগোবর্দ্ধন এব তন্নামনিরুক্তিবলাৎ। পঞ্চমে কুলাচলমধ্যে গণনেন তৎপাদস্বরূপতত্তদদ্রেস্তস্যৈব মুখ্যত্বাৎ, লোকশাস্ত্রয়োস্তস্যৈব পূজনপ্রসিদ্ধেঃ, পূজিতস্য তস্যৈবাগ্রে সমুদ্ধরণাত্তত্রৈকদেশেষ্বেবান্নকূটেত্যাদি প্রসিদ্ধেশ্চ। তন্নামগ্রহণমতিসন্নিহিতত্বেন ব্রজাগ্রিমদেশে তস্যৈব স্থিতত্বেন চ তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাৎ, তৈরেব সাধ্যতামিতি দেবতানিরাকরণেন ইন্দ্রস্যাপ্রযোজকতোক্তেঃ; এবং দ্রব্যাহরণপরিশ্রমাভাবশ্চ সূচিতঃ; এতচ্চ তস্যাধিককোপজননার্থমেব। এবং পারম্পর্য্যাগতধর্ম্মপরিপালনমপি বৃত্তম্। অযোগ্যসম্প্রদানপরিত্যাগপূর্ব্বকযোগ্যসম্প্রদানমাত্রগ্রহণেনাবিশেষাৎ ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তস্মাৎ**—জীবনোপায় হওয়া হেতু (গো-ব্রহ্মণাদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করুন)। আগের শ্লোকে গোধনের মত ব্রাহ্মণদের জীবিকারূপে ধরা হয় নি।

২৬। পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।
সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্॥

২৬। অন্বয়ঃ পায়সাদয়ঃ সূপান্তাঃ (ব্যঞ্জনান্তাঃ) বিবিধাঃ পাকাঃ (ভোজ্যদ্রব্যানি) সংযাবাপূপ-শষ্কুল্যঃ (গোধূমকণান্নানি গোধূমচূর্ণনিষ্পাদিতমিষ্ট খাদ্যবিশেষাঃ পিষ্টকবিশেষাশ্চ) পচ্যন্তাং, সর্ব্বদোহশ্চ (সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং দধিদুগ্ধাশ্চ) গৃহ্যতাম্।

২৬। মূলানুবাদঃ বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন, মুগডাল, পায়স, দুধ-ময়দা ঘটিত খাদ্য, সিদ্ধ পুলি পিটে তৈরী করান হোক এবং সমস্ত ব্রজবাসিদের কাছ থেকে দধি দুগ্ধাদি নিয়ে আসা হোক।

'শূদ্রের জীবিকা দ্বিজসেবা' (২০ শ্লোক)—এইরূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সর্ব জীবিকার মধ্যে সামান্য ভাবে ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি হেতু এখানে 'ব্রাহ্মণের' নাম করা হল। "উত্তমকুলে জন্ম হেতু, যজ্ঞের পুরোহিত হওয়া হেতু, বেদজ্ঞ হওয়া হেতু ক্ষত্রিয়াদি সব কুলেরই ধর্ম তো ব্রাহ্মণ প্রভু।"—মনু। (২৪ শ্লোকে) জীবিকারূপে বনকে ধরা হলেও এখানে তার কথা উল্লেখ না করার কারণ দেবতা বলে বনের প্রসিদ্ধি নেই, আর এখানে পর্বতেরই মুখ্যতা। যথা স্কান্দে "অহো বৃন্দাবন কি রমণীয়, যথায় গিরি বিরাজিত।" একেতেই সাধ্য লাভ হলেও এখানে গোধন, ব্রাহ্মণ ও পর্বত এই তিন দেবতার নাম করার কারণে 'সমুচ্চয়' অলঙ্কার হল, **মখঃ**—'যজ্ঞ' পদের একবচনে উক্তি হেতু তিন দেবতার আরাধনাত্মক একই এই যজ্ঞ, এরূপ বুঝতে হবে। এরূপ পরে বলাও হয়েছে, যথা—"ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ দ্বারা গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণগণের পূজা"—(শ্রীভা০ ১০।২৪।৩২) "গোবর্ধন-ধেনুকুল-ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ সমাপন করলেন।"— (শ্রীভা০ ১০।২৪।৩৮)। তথাপি "কৃষ্ণেরই অন্যতমরূপ বৃহৎবপু"—(শ্রীভা০ ১০।২৪।৩৫) ইত্যাদি কথায় পর্বতেরই মহিমা দেখা যায় বলে এবং কৃষ্ণের সহিত অভেদ দেখা যায় বলে পর্বতেরই মুখ্যত্ব বুঝতে হবে। যদিও শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে নন্দীশ্বর অষ্টশৃঙ্গ, বর্ষণা, ধবলগিরি, সৌগন্ধিক প্রভৃতি বহু পর্বত বিরাজিত, তথাপি অদ্রি অর্থাৎ পর্বত বলতে গোবর্ধনকেই বুঝা যায়, তার নামের 'গো+বর্ধন' এরূপ নিরুক্তি-বল হেতু,—শ্রীভা০ ৫।১৬ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের মধ্যে গণনে তার পাদস্বরূপ সুমেরু প্রভৃতি পর্বতের মধ্যে এই গোবর্ধনই মুখ্য হওয়া হেতু, লোক শাস্ত্রে গোবর্ধনের পূজনেরই প্রসিদ্ধি থাকা হেতু এবং পূজিত তারই অগ্রে বামহস্তে উদ্ধরণ হেতু তারই একদেশেই অন্নকূট উৎসব ইত্যাদি প্রসিদ্ধ হওয়া হেতু। 'অদ্রি' বলতে এই গোবর্ধনেরই নামগ্রহণ—এঁ অতি নিকটে হওয়াতে ব্রজের সম্মুখ দেশেই তাঁর অবস্থিতি হওয়াতে এঁ পরিচিত থাকা হেতু এই গোবর্ধনেরই পূজা করুণ আপনারা। দেবতা নিরাকরণের দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞের অপ্রয়োজনীয়তা বলা হল—এইরূপে দ্রব্য-আহরণ পরিশ্রম অভাবও সূচিত হল। এও ইন্দ্রের অধিক ক্রোধ জন্মাবার জন্য। এইরূপে পরম্পরা আগত ধর্মই প্রতিপালিত হল—অযোগ্যকে সম্প্রদান করা ছেড়ে দিয়ে যোগ্যকে সম্প্রদান মাত্র করায় বিশেষত্ব কিছু না থাকা হেতু॥ জী০ ২৫॥

২৭। হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নং বহুগুণং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** ব্রহ্মবাদিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ অগ্নয়ঃ সম্যক্ হূয়ন্তাম্ তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) বহুগুণং অন্নং ধেনুদক্ষিণাঃ (ধেনুসহিতাদক্ষিণাঃ) বঃ (যুস্মাভিঃ) দেয়ম্।

২৭। **মূলানুবাদঃ** বেদজ্ঞ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের দ্বারা হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হোক। অতঃপর তাঁদের বহুগুণ সম্পন্ন অন্ন ও সদক্ষিণা ধেনু দান করা হোক।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ব্রাহ্মণানামাশিষোঽস্মাকং প্রত্যক্ষফলা ইতি তেঽপি পূজ্যা ইতি স্বমতে তানপ্যনুকূলয়ন্নাহ,—তস্মাদিতি। সম্ভারাঃ সাধনানি॥ বি০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ব্রাহ্মণানাম্**—ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদ আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফলা, সুতরাং তারাও পূজ্য। নন্দাদি গোপগণকে স্বমতে এনে নিয়ে কৃষ্ণ বললেন—তস্মাৎ ইতি। **সম্ভার**—ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ॥ বি০ ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** প্রত্যুত বৈশিষ্ট্যাৎ। মহেন্দ্রযাগাদপ্যয়ং মখো বিশেষতঃ সম্পাদ্য ইত্যাশয়েন তদ্বিধিবিশেষমুপদিশতি—পচ্যন্তামিতি চতুর্ভিঃ। পাকাঃ পচনীয়া অন্নব্যঞ্জনাদয়ঃ, সূপা ব্যঞ্জনানি, আদি-শব্দেন গৃহীতানামপি সংযাবাদীনাং পৃথগুক্তিঃ প্রাচুর্য্যাপেক্ষয়া। সর্ব্বদোহস্য বিবরণং, যথা হরিবংশে—'ত্রিরাত্রঞ্চৈব সন্দোহঃ সর্ব্বঘোষস্য গৃহ্যতাম্' ইতি। অন্যত্তৈঃ। তত্র শ্রুত্যা আদ্যন্তশব্দশ্রবণানুরূপমিত্যর্থঃ। দোহস্য দুগ্ধস্য অর্থতঃ প্রয়োজনবশাৎ প্রথমত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** প্রত্যুত বৈশিষ্ট্য থাকা হেতু ইন্দ্রযজ্ঞ থেকেও এই যজ্ঞ বিশেষভাবে সম্পন্ন-যোগ্য—এই আশয়ে সেই বিধি- বিশেষ উপদেশ করা হচ্ছে—পচ্যন্তাং ইতি। **পাকাঃ** রান্নার প্রয়োজন আছে এমন অন্ন ব্যঞ্জনাদি, **সূপা**—ব্যঞ্জন সমূহ। **আদি**—আদি শব্দে গৃহীত গমাদির পৃথক্ উক্তি প্রাচুর্য অপেক্ষায়। **সর্বদোহঃ**—সকলের দোহন-জাত দুগ্ধ-মাখন প্রভৃতি। সর্বদোহের বিবরণ, যথা—হরিবংশে-'ত্রিরাত্র ধরে জমিয়ে রাখা সকল ঘোষের যা কিছু দুগ্ধ, দধি, মাখন সব নিয়ে এস।' [ক্রমশ্চ সূপপায়সয়োঃ শ্রুত্যা, দোহস্যার্থ তো অন্যেষাং পাঠতঃ।—শ্রীধর] এই টীকার **শ্রুত্যাঃ**—আদ্যন্ত নাম-শ্রবণ অনুরূপ নিয়ে এস, এরূপ অর্থ। **অর্থতো ইত্যাদি**—দোহন-জাত দুগ্ধের প্রয়োজন বলে অন্যের যজ্ঞস্থান থেকে প্রথমেই নিয়ে এস॥ জী০ ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পাকা অন্নব্যঞ্জনাদয়ঃ। সূপান্তা ইতি সূপস্য ঔষ্ণ্যম্, পায়সাদয় ইতি পায়সস্য শৈত্যমপেক্ষিতং ভবতীতি ভাবঃ। সংযাবাদয়ো গোধূমাদিবিক্রিয়াঃ। সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং দোহঃ দোহোত্থদুগ্ধদধ্যাদিসঞ্চয়ঃ॥ বি০ ২৬॥

২৮। অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডাল পতিতেভ্যো যথার্হতঃ।
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ॥

২৮। অন্বয়ঃ অন্যেভ্যঃ আশ্বচণ্ডালপতিতেভ্যঃ (কুক্কুরচণ্ডালাদি সর্ব্বেভ্যঃ) চ যথার্হতঃ (যথাযোগ্যং দানং দেয়ং) গবাং যবসং দত্ত্বা গিরয়ে (গোবর্দ্ধনায়) বলিঃ (পূজা) দীয়তাম্।

২৮। মূলানুবাদঃ অন্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব থেকে আরম্ভ করে কুকুর-চণ্ডাল পতিত পর্যন্ত সকলকেই যথাযোগ্য অন্নাদি দেওয়া হোক। গো-সকলকে ঘাস দিয়ে গন্ধ-পুষ্পাদি উপাচার গোবর্ধনকে দেওয়া হোক।

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পাকাঃ—অন্নব্যঞ্জনাদি। **সূপান্তাঃ**—গরম গরম ঝোল। **পায়সাদয়**—পায়েসের ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা আছে। **সংযবাদয়**—গম সিদ্ধ দ্বারা তৈরী পিষ্টক। **সর্বদোহঃ**—সকল ব্রজবাসিরই দোহ জাত দুগ্ধ-দধি আদি সঞ্চয়॥ বি° ২৬॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ ক্রমবিধিমাহ—হূয়ন্তামিতি। বেদাভ্যাসপরৈর্ব্রাহ্মণৈগ্নয়ঃ সম্যক্ হূয়ন্তাম্। যদ্বা, সম্যগ্ ভির্ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবব্রাহ্মণৈরিত্যর্থঃ। বহুত্বং গার্হপত্যাদিত্রয়াপেক্ষয়া দক্ষিণাগ্নেরপি তত্র রক্ষ আদি-হননাপেক্ষয়া গ্রহণং বহুগুণমিতি বহুবিধমিতি বা পাঠঃ॥ জী° ২৭॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ ক্রমের বিধি ফল হচ্ছে—হূয়ন্তাম্ ইতি। **ব্রহ্মবাদিভিঃ ইতি**—বেদ-অভ্যাসপর ব্রাহ্মণের দ্বারা অগ্নিতে হোম করুন সম্যক্ ভাবে। অথবা 'সম্যগ্ ভিঃ ব্রাহ্মণৈ' অর্থাৎ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের দ্বারা হোম করান। 'গার্হপত্য=শ্রৌত-অগ্নি—অগ্নিত্রয়ের একতম। দক্ষিণাগ্নির উত্তর দিকে এর আসন। অগ্নিত্রয়ের অপেক্ষায় অন্নের বহুত্ব অর্থাৎ রাশি রাশি অন্ন। ঐস্থানে দক্ষিণাগ্নিও প্রজ্জ্বলিত হল রক্ষ-আদির হনন অপেক্ষায়। পাঠ 'বহুবিধম্'ও আছে॥ জী° ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ যাগশোভার্থং শ্রদ্ধোৎপাদনার্থঞ্চাহ,-হূয়ন্তামিতি। ধেনুসহিতা দক্ষিণাঃ বো যুষ্মাভিঃ॥ বি° ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যজ্ঞের শোভার জন্য এবং সকলের শ্রদ্ধা জন্মাবার জন্য বললেন **হূয়ন্তাম্**—হোম করুন। **ধেনু দক্ষিণাং**—সদক্ষিণা ধেনু দান করুন। **বঃ**—তোমাদের (দ্বারা দেয়)॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ অন্যেভ্যঃ ঋত্বিগিতরেভ্যো বিপ্রেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো দীনেভ্যো যাচকেভ্যশ্চ। কিং বিশেষনির্দ্দিশেন? শ্বাদীনভিব্যাপ্যৈবান্নাদিকং দেয়ম্, যথার্হতো যথাযোগ্যং দেয়ং, কেবলমিন্দ্রং বর্জয়িত্বেতি ভাবঃ। গবাং গোভ্যঃ, বলির্গন্ধপুষ্পাদ্যুপচারঃ॥ জী° ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ অন্যেভ্য—যজ্ঞে বৃত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বিপ্রদিকে বৈষ্ণবদিকে, দীনজনকে এবং ভিক্ষুকদের (প্রদান করুন)। বিশেষ নির্দেশের কি প্রয়োজন—কুকুর, চণ্ডাল, পতিত পর্যন্ত সকলকেই অন্নাদি দেয়। **যথার্হত**—যথাযোগ্য দেয়—কেবল ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে, এরূপ ভাব। **গবাং**—গোধনকে ঘাস, **বলি**—গন্ধপুষ্পাদি উপাচার॥ জী° ২৮॥

২৯। স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্॥

২৯। **অন্বয়ঃ ঃ** স্বলঙ্কৃতাঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ ভুক্তবন্তঃ [সর্ব্বেযূয়ং] গোবিপ্রানলপর্বতান্ প্রদক্ষিণং চ কুরুত।

২৯। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর রমণীয় অলঙ্কার পরে, চন্দনাদি প্রলেপ লাগিয়ে, পরিপাটি ভোজন পূর্বক ঝলমলে বসন পরে আপনারা সকলে গো-ব্রাহ্মণ অগ্নি ও গোবর্ধন পরিক্রমা করুন।

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বমতে অন্ত্যজপর্য্যন্তান্ সর্ব্বানেব ব্রজবাসিনোঽনুকূলয়ন্নাহ,—অন্যেভ্য ইতি। বলির্গন্ধ পুষ্পাদ্যুপচারঃ॥ বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অন্ত্যজ পর্যন্ত সকল ব্রজবাসিকে স্বমতের অনুকূলে আনায়ন পূর্বক বললেন—অন্যেভ্য ইতি। বলিঃ—গন্ধ-পুষ্পাদি উপাচার॥ বি০ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ন চান্যকৃত্যবদিদং দুঃখসাধ্যং, কিন্তু পরমসুখময়মেবেত্যাহ —স্বলমিতি। ভুক্তবন্ত ইত্যত্র প্রাক্ পশ্চাৎ ইব সু-শব্দপ্রয়োগো দরিদ্রং প্রত্যেব, তদ্বচনৌচিত্যাৎ। যদ্যপ্যেকদৈবাত্র গবাদীনাং পরিক্রমবিধানং, তথাপি তত্তৎপূজান্তে পৃথক্ পৃথগেব জ্ঞেয়ম্, পূজান্তকর্ত্তব্যত্বাত্তস্য। অতএব 'গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্' ইতি গিরেঃ পরিক্রমঃ পৃথগেব বক্ষ্যতে। উদাহরিষ্যমাণ-হরিবংশবচনেন চ নান্যথার্থঃ কল্প্যতে। স্বলঙ্কৃতা ইত্যাদিকানি তু ন বিশেষণানি, কিন্তু প্ররোচনার্থমুপলক্ষণানি, ততো নাঙ্গত্বে প্রবিশন্তি, তদভাবেঽপি তন্নিস্পৃহত্বেঽপি তৎসিদ্ধেঃ। তস্মাদ্গবাদীনাং ভোজনাৎ পূর্ব্বমেব পরিক্রমঃ। অদ্রেস্তু মহাভোজনসমাধানায়ৈব তৎপশ্চাদিতি গবাঞ্চ পূজা ন সর্ব্বাসামসংখ্যত্বাৎ, কিন্তু মুখ্যানামেব। ততস্তাসাং পরিক্রমশ্চাল্প ইতি॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অন্য কৃত্যের মত এ দুঃখ সাধ্যও নয়, কিন্তু পরম সুখময়, এই আশয়েই বলা হচ্ছে—স্বলঙ্কৃতা ইতি। **ভুক্তবন্ত**—ভোজন পূর্বক, এই পদের আগে পিছে 'সু' শব্দ থাকাতে বুঝা যায় ভোজন যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে দধি দুগ্ধ প্রভৃতির দ্বারা (শ্রীসনাতনটীকা) —(শ্রীজীবের মত) এই 'সু' শব্দ প্রয়োগের লক্ষ্য যেন দরিদ্র জনেরাই—তাদের প্রতিই এ বাক্যের প্রয়োগ উচিত হওয়া হেতু। এখানে যদিও যুগপৎই গো-ব্রাহ্মণ-অগ্নি এবং গোবর্ধন পর্বতকে পরিক্রমা করার বিধি দেওয়া হল, তথাপি গো-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ পূজান্তে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকের পরিক্রমা করাই বিধি পূজা-শেষ কর্তব্য হিসাবে। এই জন্যই পরে ৩৩ শ্লোকে বলা হল—"গোধনকে সম্মুখে করে গোবর্ধন পরিক্রমা করলেন।" এইরূপে গোবর্ধনের পরিক্রমা বলা হল। হরিবংশের বাক্যকে উদাহরণরূপে দাঁড় করিয়েও অন্য অর্থ কল্পনা করা ঠিক হবে না। 'স্বলঙ্কৃতা' ইত্যাদি বাক্য যজ্ঞকারী ব্রজবাসিদের বিশেষণ নয়, কিন্তু প্রদক্ষিণ কার্যে প্ররোচিত করার জন্য নিদর্শন মাত্র—কাজেই ইহার প্রদক্ষিণ কার্যে অঙ্গরূপে প্রবেশ নেই।

৩০। এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ॥

শ্রীশুক উবাচ।

৩১। কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পজিঘাংসয়া।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ॥

৩০। অন্বয়ঃ [হে] তাত (পিতঃ!) এতৎ মম মতং যদি [ভবদ্ভ্যঃ] রোচতে ক্রিয়তাম্ অয়ং মখঃ (যজ্ঞঃ) গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যং চ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ ভবতি)।

৩১। অন্বয়ঃ কালাত্মনা (কালস্যাপি নিয়ামকেন) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) শক্রদর্পজিঘাংসয়া (ইন্দ্রস্য গর্ব্বখণ্ডনাভিপ্রায়েন) প্রোক্তং (শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তং) নিশম্য (অবধার্য্য) নন্দাদ্যাঃ তদ্বচঃ সাধু (সমীচীনমিতি) অগৃহ্ণন্ত।

৩০। মূলানুবাদঃ হে পিতঃ! আমার এই মত যদি আপনাদের রুচিকর হয়, তবে তা সম্পাদন করুন। এই গো-ব্রাহ্মণ-গোবর্ধনের যজ্ঞ আমারও মঙ্গলজনক।

৩১। মূলানুবাদঃ কালেরও প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র-গর্ব নাশের জন্য এরূপ বললে, তা শুনে নন্দাদি গোপগণ তা একান্তভাবে গ্রহণ করলেন।

এই অলঙ্কারাদির অভাবেও ও বিষয়ে নিস্পৃহতা থাকলেও পরিক্রমা সিদ্ধ হবে। পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকের পূজা হেতু গোধনদের ভোজনের পূর্বেই পরিক্রমা। গোবর্ধনের কিন্তু মহাভোজন সমাধানের জন্যই পরিক্রমা পরে। সকল গো-দেরই কিন্তু পূজা হয় না---অসংখ্য হওয়া হেতু, কিন্তু মুখ্য মুখ্য গো-দেরই হয়। অতএব তাদের পরিক্রমাও অল্প সংখ্যকের॥ জী০ ২৯॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ হে তাতেতি—যদি ময়ি স্নেহো বর্ত্ততে, তর্হি ক্রিয়তামিতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ; যদি রোচত ইতি, পূজ্যেষু তথৈবোক্তের্যোগ্যত্বাৎ। তেন চ বিনয়বিশেষেণ তৎকৃত্যতামেব সম্পাদয়তি। কিঞ্চ, অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মখো মহ্যং চ দয়িতো হিত ইত্যর্থঃ। হিতার্থযোগে হি চতুর্থী ভবতি। কথমপি স্বহিতং জ্ঞাত্বা মদ্ধিতস্যৈব চ ভবদেককর্ত্তব্যতামনুভূয় ভবন্তমিদং প্রার্থয়ে, ন কেবলং যুক্ততামেব নিশ্চিত্যেতি ভাবঃ॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ হে তাত!—এই সম্বোধনের গূঢ় অভিপ্রায় হল—যদি আমাতে স্নেহ থাকে, তা হলে আমি যা বললাম তাই করুন। **যদি রোচতে**—যদি আপনাদের রুচি হয়,পূজ্য ব্যক্তির প্রতি এইরূপ উক্তিই সমীচীন হওয়া হেতু কৃষ্ণও বিনয়-বিশেষেই সেই কৃত্যাদি সম্পাদন করাচ্ছেন। এই গো-ব্রাহ্মণ-গোবর্ধনের যজ্ঞে আমরও **দিয়তো**—মঙ্গল, এরূপ অর্থ। কোন প্রকারে নিজ মঙ্গল জেনে এবং আমার মঙ্গলই আপনাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহা অনুভব করত আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা করছি—কেবল-যে যুক্তিযুক্ত, ইহাই নিশ্চয় করে নয়॥ জী০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মহ্যং মম ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহ্য**—'মম' আমার ॥ বি০ ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** কালাত্মন্যাত্মনা প্রবর্ত্তকেনেতি সর্ব্বেষাং তদেকাধীনত্বং সূচিতম্; অয়ং তদ্বচোগ্রহণে হেতুঃ; যদ্বা, পরমশক্তিমত্ত্বম্, অত ইন্দ্রদর্পস্তস্যেষৎকর ইতি ভাবঃ; যদ্বা, যদা শক্রযাগঃ প্রবর্ত্তিতস্তদানীং স এব প্রবৃত্তঃ, অধুনা চায়মেবেতি তদিচ্ছয়ৈব সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, তামতিক্রমিতুং কঃ শক্নোতীতি ভাবঃ; যদ্বা, কালঃ শ্যামল আত্মা দেহো যস্যেতি শ্যামসুন্দরেণেত্যর্থঃ, তৎসৌন্দর্য্যেণৈব সর্ব্বে বশীকৃতাঃ, কিং পুনর্বচনেনেতি ভাবঃ; যদ্বা, কলয়তি জগচ্চিত্তমাকর্ষতীতি কাল আত্মা স্বভাবো যস্য, তত্তদ্বচনাঙ্গীকরণমিদং ন চিত্রমিতি ভাবঃ। শক্রস্য যো দর্পঃ পূজ্যমানস্যাপি স্বপিত্রাদিষু প্রাকৃতগোপদৃষ্ট্যা তেষাং সম্বন্ধেন স্বস্মিন্নপি মর্ত্যদৃষ্ট্যা বাঢ়মনাদরাত্মকঃ। য এব 'অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্। কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্ ॥' (শ্রীভা০ ১০।২৫।৩) ইতি প্রাকট্যং লপ্স্যমানঃ তস্য স্বয়ং জ্ঞায়মানস্য জিঘাংসয়াইতএব মন্যুং জনয়ন্নিত্যুক্তম্, অন্যথা ভয়মেব স্যান্ন মন্যুঃ। মন্যুজননঞ্চেদং তন্মন্যুসম্বন্ধেনৈব তদত্যন্ত-কদর্থনেচ্ছয়েতি ॥ জী০ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কালাত্মনা**—কালেরও প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর দ্বারা (উক্ত)—সকলেই যে একমাত্র কৃষ্ণেরই অধীন, তাই এই পদে সূচিত হল—ইহাই তাঁর উপদেশ গ্রহণে হেতু; অথবা এই পদে কৃষ্ণের পরমশক্তিমত্তা সূচিত হল, অতএব ইন্দ্রদর্প তাঁর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ এরূপ ভাব। যখন ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ হল, সেই সময়ে কৃষ্ণই প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রযজ্ঞও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে; এখনও এই গোবর্ধনাদি পূজাও তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে—তাঁর ইচ্ছাতে সবকিছু চলে, তাঁকে লঙ্ঘন করতে কে পারে? এরূপ ভাব। অথবা, 'কালঃ' শ্যামল 'আত্মা' দেহ যাঁর, অর্থাৎ সেই শ্যামসুন্দরের দ্বারা (উক্ত)। তাঁর সৌন্দর্যেই সকলেই বশীকৃত, তাঁর কথায় যে কাজ হবে এতে আর বলবার কি আছে, 'কালাত্মনা' পদের এইরূপ ধ্বনি। অথবা, 'কালঃ' কলয়তি অর্থাৎ জগচ্চিত্ত আকর্ষণ করেন—'আত্মা' এইরূপ স্বভাব যাঁর, তার বাক্য অঙ্গীকরণ, এ কিছু আশ্চর্য কথা নয়, এরূপ ভাব। **শক্রদর্প**—ইন্দ্রের দর্প—পূজ্যমান হলেও নিজপিত্রাদির প্রতি প্রাকৃত গোয়ালা দৃষ্টিতে, আর তাঁদের সম্বন্ধে আমার নিজের প্রতিও মর্তদৃষ্টিতে অনাদরাত্মক বাঢ় ইন্দ্রের। এ তার কথাতেই প্রকাশিত হচ্ছে, যথা—"অহো বনবাসী গোয়ালাদের ধনগর্ব মাহাত্ম্য একবার দেখ-না। মর্ত কৃষ্ণকে আশ্রয় করে এরা দেবতা-অবজ্ঞা করছে।"—(শ্রীভা০ ১০।২৫।৩)। আপনা-আপনি কৃষ্ণের জ্ঞানের মধ্যে ইহা থাকা হেতু **জিঘাংসয়া**—উহা নাশ করবার জন্য—অতএব ক্রোধ জন্মাতে জন্মাতে যা উক্ত হল; অন্যথা ইন্দ্রের ভয়ই হত, ক্রোধ নয়। ইন্দ্রের ক্রোধের জন্মহল, সেই ক্রোধ সম্বন্ধেই তাকে অত্যন্ত বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছায় উক্ত হল। জী০ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কালাত্মনা ইন্দ্রমখসংহারকেণ ॥ বি০ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কালাত্মনা**—ইন্দ্রযজ্ঞ সংহার কারক শ্রীভগবানের দ্বারা ॥

৩২। তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যথাহ মধুসূদনঃ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্॥
৩৩। উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্॥

৩২-৩৩। অন্বয়ঃ মধুসূদনঃ যৎ আহ তথা চ সর্ব্বং ব্যদধুঃ (কৃতবন্তঃ) স্বস্ত্যয়নং বাচয়িত্বা তদ্দ্রব্যেন (ইন্দ্রযাগার্থং দ্রব্যেণ) গিরিদ্বিজান্ (গোবর্দ্ধন পর্ব্বতং ব্রাহ্মণাংশ্চ) বলীন্ (পূজোপহারান্) উপহৃত্য (সমর্প্য) গবাং যবসং (তৃণানি) [দত্বা] সম্যগাদৃতাঃ গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং প্রদক্ষিণম্ চক্রুঃ।

৩২-৩৩। মূলানুবাদঃ মধুসূদন যেরূপ বললেন সেইরূপই গোপগণ করলেন। স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিয়ে ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণের দ্বারা গোবর্ধন-ব্রাহ্মণদের পূজা করিয়ে সাদরে গোসকলকে ঘাস দিলেন। অতঃপর গোসকলকে সম্মুখে করে গোবর্ধন পরিক্রমা করলেন।

৩২-৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অতএবাহ—তথা চেত্যর্দ্ধকেন। তদ্বিশেষশ্চ শ্রীহরিবংশে—'আনন্দজননো ঘোষো মহান্মুদিতগোকুলঃ। তূর্য্যপ্রণাদঘোষশ্চ বৃষভাণাঞ্চ গর্জিতৈঃ॥ হম্বারবৈশ্চ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবর্দ্ধনঃ। দধ্নো হ্রদঃ সরাবর্ত্তঃ পয়ঃকুল্যা সমাকুলঃ॥' ইত্যাদি। মধুসূদন ইতি—পরমসামর্থ্যসূচনেন শক্রাত্তেষাং ভয়াভাবং বোধয়তি; শ্লেষেণ মধুপবৎ সারগ্রাহী মিষ্টরসস্য বিশেষেণ ভোক্তা চেতি। তস্য প্রিয়তমদাসবর্য্যমখপ্রবর্ত্তনং, তত্র চ বক্ষ্যমাণতদ্বলিভোজনাদিকং যুজ্যত এবেতি ভাবঃ। বাচয়িত্বেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়কেন সঙ্কলয্যৈবানুদ্যতে, ক্রমস্তু শ্রীকৃষ্ণোক্তবিধ্যনুসারেণৈব জ্ঞেয়ঃ॥ আদৃতা ইতি কর্ত্তর্য্যার্ষম্॥ জী০ ৩২-৩৩॥

৩২-৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণ টীকানুবাদঃ অতএব শ্রীশুদেব বললেন—তথা চ ইতি অর্ধ শ্লোকে। নন্দাদি গোপগণ কি করলেন তার বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিবংশে এরূপ আছে, যথা—"আনন্দজনক কোলাহল, মহা আনন্দমত্ত গোকুল। বিবিধ বাদ্য—উচ্চ আনন্দ ধ্বনি—ষাঁড়ের গর্জন ও বৎসগণের হাম্বারবের দ্বারা গোপেদের হর্ষ-উচ্ছলতা। দধির হ্রদ, সরের আবর্ত, ক্ষীরের কুল্যায় চারদিক থই থই।" ইত্যাদি। **মধুসূদন ইতি**—মধু নামক মহাদৈত্য হন্তা—পরম সামর্থ্য প্রকাশে ইন্দ্র থেকে তাঁর ভয়-অভাব বুঝানো হল। অর্থান্তরে ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী, বিশেষ করে মিষ্ট রসের ভোক্তা। তার প্রিয়তম দাসশ্রেষ্ঠের যজ্ঞ আরম্ভ হল, সেখানে নিম্নোক্ত প্রকার উপকরণ-ভোজনাদি যোগ্যই বটে, এরূপ ভাব। 'বাচয়িত্বা' ইত্যাদি আড়াই শ্লোকে সংক্ষেপে বলা হল। ক্রম পরিপাটি শ্রীকৃষ্ণোক্ত বিধি অনুসারেই হল, এরূপ বুঝতে হবে। **আদৃতা**—কর্তরী-আর্ষম্॥ জী০ ৩২-৩৩॥

৩২-৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তদ্দ্রব্যেণ ইন্দ্রমখদ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ গিরয়ে দ্বিজেভ্যশ্চ উপহৃত্য দত্ত্বা আদৃতাঃ কৃষ্ণেন গবাং গোভ্যঃ॥ বি০ ৩২-৩৩॥

৩৪। অনাংস্যনড়ুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ॥

৩৪। অন্বয়ঃ স্বলঙ্কৃতাঃ সদ্বিজাশিষঃ (দ্বিজানামাশীর্ব্বচন সহিতাঃ) তে চ (নন্দাদয়ঃ গোপাঃ) কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ গোপ্যশ্চ অনড়ুদ্‌যুক্তানি (বলীবর্দ্দযোজিতানি) অনাংসি (শকটানি) আরুহ্য [প্রদক্ষিণং চক্রুঃ]।

৩৪। মূলানুবাদঃ বসন ভূষণাদিতে উত্তমরূপে সজ্জিত গোপ ও গোপীগণ গরুর গাড়ীতে চড়ে ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদে অভিনন্দিত হয়ে গোবর্ধন পরিক্রমা করলেন—গোপীগণ কৃষ্ণের মহিমা-গান করতে করতে পথ চলছিলেন।

৩২-৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তদ্দ্রব্যেণ – ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ, গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণদের নিবেদন করত পূজা করলেন, এইরূপে এঁরা কৃষ্ণের দ্বারা আদৃতা হলেন। **গবাং**–'গোভ্যঃ' গোধনদের ঘাস দিলেন॥ বি০ ৩২-৩৩॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কথং চক্রুঃ ? তত্রাহ—অনাংসীতি। তদ্বিশেষশ্চোক্তো হরিবংশে—'ততো নীরাজনার্থং বৈ বৃন্দেশো গোকুলানি বৈ। পরিবব্রুর্গিরিবরং সবৃষাণি সমন্ততঃ॥ তা গাবঃ প্রদ্রুতা হৃষ্টাঃ সাপীড়কনকাঙ্গদাঃ। সস্রগাপীড়শৃঙ্গাগ্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ অনুজগ্মুশ্চ গোপালাঃ পালয়ন্তো ধনানি চ। ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গা রক্তপীতাসিতাম্বরাঃ॥ ময়ূরচিত্রাঙ্গদিনো ভুজৈঃ প্রহরণাবৃতৈঃ। ময়ূরপত্রচিত্রৈশ্চ কেশবন্ধৈঃ সুযোজিতৈঃ॥ বভ্রাজুরধিকং গোপাঃ সমবায়ে তদা তু তে। অন্যে বৃষানারুরুহুর্নৃত্যন্তি স্ম পরে মুদা॥ গোপালাস্ত্বপরে গা বৈ জগৃহুর্বেগগামিনঃ॥' ইতি। অত্র গোকুলানীতি—গোকুলস্থা জনা ইত্যর্থঃ। সবৃষাণীতি—তানি চ নিজনিজপ্রেষ্ঠৈঃ সহ বর্ত্তমানানীত্যর্থঃ। গোপ্যশ্চানাংস্যারুহ্য প্রদক্ষিণং চক্রুঃ। চকারাভ্যামুভয়েষামপি প্রাধান্যেন পরিক্রমেণ নির্ব্বিশেষমুক্ত্বা শ্রীগোপীনাং কঞ্চিদ্বিশেষমাহ—কৃষ্ণস্য বীর্য্যাণি শ্রীগোবর্দ্ধনযজ্ঞ-প্রবর্ত্তনান্তানি গায়ন্ত্য ইতি। সদ্বিজাশিষ ইত্যনেন বিপ্রা অপি সস্ত্রীকাঃ প্রদক্ষিণং চক্রুরিতি সূচ্যতে॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গোবর্ধন পরিক্রমা কি ভাবে করলেন ? এরই উত্তরে—অনাংসীতি। এর বিশেষ বলা হয়েছে হরিবংশে, যথা—"অতঃপর গোকুলের বহু বহু জন পূজার্থে গোবর্ধনের পরিক্রমা করতে লাগলেন বৃষগণে পরিবেষ্টিত হয়ে—শিরোভূষণ স্বর্ণ-অঙ্গদে ও শৃঙ্গাগ্রে পুতির মালায় অলঙ্কৃত শতসহস্র সেই গোধন আনন্দে ধেয়ে চলল। তাঁদের পিছু পিছু গোপালগণ চললেন, ধন সম্পত্তি রক্ষা করতে করতে। অলকাতিলকায় মণ্ডিত, রক্ত-পীত-কাল বসন পরিহিত, ময়ূর পুচ্ছের দ্বারা বিচিত্র দেহা একত্র মিলিত গোপগণ অস্ত্রাবৃত বাহুর দ্বারা, ময়ূর পুচ্ছে বিচিত্রিত কেশবন্ধনের দ্বারা অতিশয়রূপে শোভা পেতে লাগলেন তখন। অন্য কেউ কেউ বৃষে আরোহণ করে চললেন, অপর কেউ কেউ আনন্দে নাচতে নাচতে চললেন—অপর কোনও কোনও গোপাল ধেয়ে চলা গোধনদের ধরে ধরে চললেন।" এই

৩৫। কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোঽস্মীতিব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ॥

৩৫। অন্বয়ঃ কৃষ্ণস্তু গোপবিশ্রম্ভণং (গোপানাং বিশ্বাসজনকং) অন্যতমং রূপং-গতঃ (প্রকটিকৃতঃ সন্) শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ (অহমেব গোবর্দ্ধন ইতি ব্রুবন্) বৃহদ্বপুঃ (দ্বিতীয় পর্ব্বত প্রমাণ দেহধারী সন্) ভূবি বলিমাদৎ।

৩৫। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপ-গোপী সকলের বিশ্বাস জন্মিয়ে গোবর্ধনোপরি দ্বিতীয় পর্বতের মতো সর্বেন্দ্রিয় বিশিষ্ট এক বৃহৎ মূর্তি প্রকাশ করলেন এবং 'আমিই গোবর্ধন' এই বলে অতি দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে দূরস্থ নিকটস্থ প্রচুরতর পূজা-উপকরণ অন্ন-ব্যঞ্জন-পিঠা-পায়সাদি সব খেয়ে নিলেন।

শ্লোকে 'গে কুলানি'—গোকুলস্থ জনসকল এবং এঁরা নিজ নিজ প্রিয় ষাঁড় সহ যাচ্ছিলেন। গোপীগণ গরুর গাড়ীতে চড়ে পরিক্রমা করছিলেন। দুই 'চ' কারের দ্বারা গোপ ও গোপী উভয়েরই প্রাধান্য হেতু পরিক্রমা বিষয়ে বিশেষ রাহিত্য বলে শ্রীগোপীদের কিঞ্চিৎ বিশেষ বলা হচ্ছে—**কৃষ্ণ বীর্য্যাণি**—কৃষ্ণের শ্রীগোবর্ধন-যজ্ঞ প্রবর্তনের শেষাংশ গাইছিলেন। **সদ্বিজাশিষ**—ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের সহিত গাইছিলেন, এতে সূচিত হচ্ছে এই ব্রাহ্মণরাও সস্ত্রীক পরিক্রমা করছিলেন॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অনড়ুদ্ভিরনোবাহকৈর্বৃষৈর্যুক্তানি। তে গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ প্রদক্ষিণং চক্রুঃ। সদ্বিজাশিষঃ গীয়মানানাভি র্দ্বিজাশীর্ভিঃ সহিতাঃ। দ্বিজকর্ত্তৃকাশিষোঽপি গায়ন্ত্য ইত্যর্থঃ॥বি৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গাড়োয়ান গরুর গাড়ীতে বৃষ জুরে দিলেন, সেই গাড়ীতে চড়ে গোপ ও গোপীগণ পরিক্রমা করলেন॥ বি০ ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ইন্দ্রযাগাদপি স্বপ্রবর্ত্তিতযাগস্যাস্য পরমোত্তমত্বং দর্শয়ন্ তস্মিন্ বিশ্বাসং নিতরাং জনয়ন্, শ্রীগোবর্দ্ধনমিষেণ পৃথক্ স্বয়ং তন্মূর্দ্ধ্নি আবির্ভূয় তদ্বলিস্বামিনং নিজদাসবর্য্যং তং গোপাংশ্চ সর্ব্বানানন্দয়ন্, বলিদানানন্তরমেব সাক্ষাত্তদ্বলিং বুভুজে ইত্যাহ—কৃষ্ণস্ত্বিতি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বতো বিশেষে। অন্যতমমিতি—বহূনাং প্রকর্ষেণ তমব্বিধানাৎ। অতস্তদা সর্ব্বকর্ম্ম-সমাধানার্থং সর্ব্বগোপগোষ্ঠী-সন্তোষার্থম্ অলক্ষিতং বহূনি রূপাণি আবিষ্কৃতানীতি লভ্যতে। তস্মিন্ প্রকর্ষশ্চ বৃহত্ত্বাপেক্ষয়েতি রূপমাকারম্, অতএব বৃহদ্বপুর্যস্য তম্। অতএব ভূরিং প্রচুরতরমপি বলিং তং সর্ব্বমেব অভুঙ্‌ক্ত। এবং সর্ব্বগোকুলবাসিনাং তাদৃশ প্রেমেচ্ছাতস্তস্য চ তথা লালসাতস্তথা ভোজনমিতি চ জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং হরিবংশে—'তং গোপাঃ' পর্ব্বতাকারং দিব্যস্রগনুলেপনম্। গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতং দৃষ্ট্বা হৃষ্টা জগ্মুঃ প্রধানতঃ॥' ইতি॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স্বপ্রবর্তিত এই গোবর্ধন যজ্ঞ ইন্দ্র যজ্ঞ থেকেও যে পরম উত্তম, তা দেখাতে দেখাতে এই যজ্ঞে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালেন—তৎপর শ্রীগোবর্ধন-ছলে পৃথক্ স্বয়ং গোবর্ধনের মাথায় আবির্ভূত হয়ে সেইসব পূজা উপকরণের মালিক নিজদাস-শ্রেষ্ঠ গোবর্ধনকে ও গোপ সকলকে আনন্দদান করতে করতে পূজা উপকরণ নিবেদন করার পরই সাক্ষাৎ সেই পূজা উপকরণ ভোজন

৩৬। তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রে আত্মনাত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ॥
৩৭। এষোঽবজানতো মর্ত্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্ম্মণে চ আত্মনো গবাম্॥

৩৬-৩৭। অন্বয়ঃ অহো পশ্যত অসৌ শৈলঃ রূপী (প্রত্যক্ষরূপধরঃ সন্) নঃ (অস্মান্) অনুগ্রহং ব্যধাৎ এষঃ কামরূপী অবজানতঃ বনৌকসঃ মর্ত্ত্যান্ (জনান্) হন্তি হি অতো [বয়ং] আত্মনঃ গবাং চ শর্ম্মণে (মঙ্গলায়) অস্মৈ (গোবর্দ্ধনায়) নমস্যামঃ [ইত্যুক্ত্বা] ব্রজজনৈঃ সহ আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মনে তস্মৈ (গোবর্দ্ধনোপরিস্থতবৃহদ্বপুষে) নমঃ চক্রে।

৩৬-৩৭। মূলানুবাদঃ অতঃপর সেই পর্বতরূপী নিজেকে কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজজনদের সহিত প্রণাম করলেন, এই কথা আবৃত্তি করতে করতে—ঐ দেখ দেখ মূর্তিমান গোবর্ধন গিরি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন। ইনি এই যজ্ঞ অবজ্ঞাকারী বনবাসী জীবদের বিনাশ করেন, সুতরাং নিজের ও গোধনদের মঙ্গলের জন্য চল এঁকে প্রণাম করি।

করে ফেললেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে কৃষ্ণস্তু ইতি। তু-শব্দে পূর্ব থেকে এ যে বিশেষ, তাই জানানো হল। **অন্যতমং রূপং**—'অন্যতমং 'তম' প্রত্যয় প্রয়োগে এইরূপ বুঝা যায়—অন্য বহু বহু জনের এবং প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ বৃহৎ 'রূপং' আকার—অর্থাৎ সর্বকর্ম সমাধানের জন্য ও সর্ব গোপগোষ্ঠীর সন্তোষ বিধানের জন্য অলক্ষিতে পাচক-পরিবেশক ইত্যাদি বহু বহু রূপ ধারণ করলেন, আরও কৃষ্ণে প্রকর্ষ বৃহত্ত্ব অপেক্ষায়, 'রূপ' আকার, অতএব কৃষ্ণ এক বৃহৎ বপু ধারণ করলেন। অতএব **ভূরিবলিম্**—প্রচুরতর পূজা-উপকরণ অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা পায়স সব খেয়ে নিলেন। এবং জানতে হবে—সকল গোকুলবাসির তাদৃশ প্রেমেচ্ছা থেকেই কৃষ্ণের তথা লালসা আর সেইরূপ লালসা থেকেই তথা ভোজন। এ কথা শ্রীহরিবংশে—"গোবর্ধনোপরি দিব্যমালা-অনুলেপনাদি মণ্ডিত সেই পর্বতাকার মূর্তি দেখে পরমানন্দিত হয়ে শ্রীনন্দাদি সকল গোপগণ কৃষ্ণের নিকট গেলেন॥" জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ স্বপ্রবর্ত্তিতযাগস্যাসাধারণমুৎকর্ষং দর্শয়ংস্তত্র সর্ব্বেষাং বিশ্বাসং জনয়ন্ স্বয়মেব দেবতারূপেণ প্রত্যক্ষীবভুবেত্যাহ,—কৃষ্ণস্ত্বিতি। অন্যতমং গোবর্দ্ধনপর্ব্বতোপরি দ্বিতীয়ং পর্ব্বতমিব সর্ব্বেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপং গতঃ প্রাপ্তঃ, গোপানাং বিস্রম্ভণং পর্ব্বত এবায়মিতি বিশ্বাসো যত্র তৎ। শৈলোঽস্মীতি এতদ্দেশাধিপতিরহমেব যুষ্মদ্ভক্ত্যা প্রসন্নঃ প্রাদুরভূবং স্বস্বাভিমতং বরং বৃণুতেতি ব্রুবন্ বলিং নৈবেদ্যং দূরস্থৈর্নিকটস্থৈর্নন্দগ্রামাদিবর্ত্তিভির্বা ব্রজবাসিজনৈরপরোক্ষতঃ পরোক্ষতো বা ধ্যানেন সমর্প্যমাণং সহস্রকোটিহস্তস্তস্তস্তঃ স্থানাদতিদীর্ঘানতিদীর্ঘীকৃতপাণিভিরাদায় তাস্তানানন্দয়ন্নাদৎ ভুঙ্‌ক্তে স্ম জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিজ প্রবর্তিত যজ্ঞের অসাধারণ উৎকর্ষ দেখাতে দেখাতে সেখানকার সকলের বিশ্বাস জন্মিয়ে নিজেই দেবতারূপে প্রত্যক্ষীভূত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ-

স্তিতি। **অন্যতমং**—গোবর্ধন পর্বতোপরি দ্বিতীয় পর্বতের মতো **রূপং**—সর্বেন্দ্রিয় বিশিষ্ট স্বরূপ গতঃ—প্রাপ্ত হলেন, **গোপবিশ্রম্ভণং**—ইনি পর্বত, গোপেদের এইরূপ বিশ্বাস যাঁর উপর, সেইরূপ। **শৈলোঽস্মীতি**—এই দেশের অধিপতি আমিই—তোমাদের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে আবির্ভূত হয়েছি, নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে বর চেয়ে নেও, এই কথা বলে **বলিং**—নৈবেদ্য, দূরস্থ নিকটস্থ বা নন্দগ্রামাদিবর্তী ব্রজবাসি জনের দ্বারা অপরোক্ষে বা পরোক্ষে ধ্যানে সমর্পিত নৈবেদ্য, সহস্রকোটি হস্ত পরিমাণ সেই সেই স্থান থেকে অতিদীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হস্তের দ্বারা গ্রহণ করত সেই সব ভক্তজনদের আনন্দদান করতে করতে **আদৎ**—ভোজন করলেন ॥ বি॰ ৩৫ ॥

৩৬-৩৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তস্মৈ ইত্যর্দ্ধকম্; কৃষ্ণ ইত্যনুবর্ত্ততে। ব্রজজনৈঃ সহেতি—ব্রজজনানামপ্রাধান্যং ব্যজ্য কৃষ্ণস্য ভক্ত্যতিশয়ব্যঞ্জকত্বং ব্যঞ্জিতম্। চক্রে আত্মনেতি—আকারেঽপি পরে পূর্ব্বরূপত্বমার্ষম্। আত্মনা স্বয়মেব ॥

তত্র নানাজনবচনম্—অহো ইতি সার্দ্ধকম্। রূপী প্রত্যক্ষঃ সন্নিত্যর্থঃ। অনুগ্রহং ব্যধাৎ, রূপিত্বেন সাক্ষাদ্ব্যালাদনাদিনা চ। অভক্তাংশ্চ নিহন্তীত্যাহ—এষ ইতি। অবজানতঃ অবজ্ঞাং কুর্ব্বতঃ, সর্ব্বেষাং সাক্ষাত্তাবদশেষবলেঃ স্বয়মেব ভক্ষণং দৃষ্ট্বেতি ভাবঃ। যদ্বা, যাগাকরণেনানাদরং কুর্ব্বতি ইতি পুনঃ পুনস্তদ্যাগোঽভিপ্রেতঃ। মর্ত্ত্যান্ মরণধর্ম্মশীলান্, তত্রাপি বনৌকসঃ গৃহদ্বারাদ্যাবরণশূন্যানিতি হননে সুকরত্বং দর্শিতম্; হে বনৌকস ইতি বা। চকারাদ্গবাদীনাং রোগোৎপাদনাদিনা পীড়য়তি চেতি। পাঠান্তরে—হি যস্মাৎ হন্তি, অতো বয়ং নমস্যামঃ বন্দেমহি, আত্মনো গবাঞ্চ শর্ম্মণে; যদ্বা, আত্মনো যা গাবস্তাসামিতি গবাং শর্ম্মণৈব তেষাং জীবনসিদ্ধেঃ। অত্র পিত্রাদিষ্বপি নমস্কারপ্রেরণেয়ং, তেন রূপেণাবতারান্তরেণৈব পুত্রত্বাভাবাৎ ন বিরুদ্ধা, নারায়ণাদিষু তেষাং তথা ব্যবহারাৎ। এতদনন্তরং সাক্ষাত্তস্য বৃহন্মূর্ত্তেরাদেশশ্চ শ্রীহরিবংশে—'অদ্য প্রভৃতি চেজ্যোঽহং গোষু চেদস্তি বো দয়া। অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ ॥ মম প্রভাবাচ্চ গবামমৃতান্যেব ভক্ষ্যথ। শিবশ্চ বো ভবিষ্যামি মদ্ভক্তানাং বনে বনে ॥ রংস্যেঽহং সহ যুষ্মাভির্যথা দিবি গতস্তথা। যে চেমে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ ॥ এষাং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্। পর্য্যাপ্নুবন্তু বিপ্রা মাং গাবো বৎসসমাকুলাঃ। এবং মম পরা প্রীতি র্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥' ইতি ॥ জী৩৬-৩৭ ॥

৩৬-৩৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ 'তস্মৈঃ' ইতি অর্ধ শ্লোক পৃথক্ ব্যাখ্যা—কর্তা 'কৃষ্ণ' পদটি পূর্ব শ্লোক থেকে আনতে হবে। **ব্রজজনৈঃ সহ**—এখানে ব্রজজনের গৌণতা প্রকাশ করে কৃষ্ণের ভক্তি-অতিশয়ের প্রকাশ সূচিত হল। নিজেই নিজেকে প্রণাম করলেন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ তাঁর নিজেরই পর্বতাকার বৃহৎ বপুকে প্রণাম করলেন।

এ সম্বন্ধে সেখানে উপস্থিত নানাজনের কথা—অহো ইতি দেড় শ্লোকে। **রূপী**—প্রত্যক্ষ হয়ে, আমাদের অনুগ্রহ করছে। এবং 'রূপী' ভাবে সাক্ষাৎ সর্পরূপে অভক্তগণকে বধ করে থাকেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এষ ইতি। **অবজানতঃ**—অবজ্ঞাকারী, জীবকে বধ করেন, (এই ধারণা হওয়ার কারণ) তাঁদের চোখের সামনেই অশেষ বলে বিশাল খাদ্য সম্ভার নিজেই খেয়ে ফেলছেন, এরূপ দেখা। অথবা,

৩৮। ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপা সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ইন্দ্রমখভঙ্গোনাম-
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

৩৮। অন্বয়ঃ ইতি বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ তে (নন্দাদয়ঃ) গোপাঃ অদ্রিগোদ্বিজমখং (যজ্ঞং)যথা বিধায় (অনুষ্ঠীয়) সহ কৃষ্ণাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলিতাঃ সন্তঃ) ব্রজং যযুঃ।

৩৮। মূলানুবাদঃ চিত্তের অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যেমন আদিষ্ট হলেন, ঠিক সেইরূপে গোবর্ধন ও গো-ব্রাহ্মণদের পূজা সম্পন্ন করত গোপগণ কৃষ্ণের সহিত ব্রজে ফিরে গেলেন।

'অবজানতো' যজ্ঞ করার ব্যাপারে অনাদরকারী জনদের (বিনাশ করেন) - পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ করা যে অভিপ্রেত, তাই এখানে দেখান হল। **মর্ত্ত্যান্**—মরণধর্মশীল জীব সকল। এর মধ্যেও আবার **বনৌকসঃ**—বনবাসী, গৃহদ্বার আবরণশূন্য, এরূপে হননে সুকরত্ব দেখান হল। **চ**—এখানে 'চ' কারের দ্বারা গোধনদের রোগ জন্মিয়ে পীড়া দানও করে থাকে যে সব জীব (তাদের বিনাশ করেন)। পাঠান্তরে 'হি অস্মৈ নমস্যামঃ' —'হি' যেহেতু বিনাশ করেন, তাই আমরা প্রণাম করছি—নিজের ও গোসকলের মঙ্গলের জন্য। অথবা, নিজের যে গোসকল, তাদের মঙ্গলের জন্যই, কারণ এতেই তাদের জীবন বাঁচে। এখানে পিত্রাদি সকলকে যে নমস্কার করার প্রেরণা দিলেন, এখানে সেইরূপ অন্য অবতারে পুত্রভাবের অভাব হেতু বিরুদ্ধ কিছু হচ্ছে না—নারায়ণাদিতে পিত্রাদির তথা ব্যবহার হেতু। এর পরে সেই বৃহৎ মূর্তির সাক্ষাৎ আদেশও শ্রীহরিবংশে দেখা যায়, যথা—"হে গোপগণ, তোমাদের যদি গোধনাদিতে দয়া থাকে, তাহলে আজ হতে তোমরা আমাকেই পূজা করবে। আমিই তোমাদের মুখ্য দেবতা, আমিও তোমাদের সর্ব অভিলাষ পূরণ করব ও মঙ্গল বিধান করব। আমার প্রভাবে তোমরা যথেচ্ছ গোদুগ্ধ উপভোগ করতে থাকবে। আমার ভক্ত তোমাদের বনে বনে মঙ্গল লাভ হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে বনে বনে বিহার করে বেড়াব,যেমন করে থাকি আমার অপ্রকট ধামে। আমার নন্দ প্রমুখ যে সব সুপ্রসিদ্ধ গোপ আছেন, আমি প্রসন্ন হয়ে তাদের বিপুল ধন দান করব। তোমরা সকলে সবৎসা গাভীগণ সহ আমাকে প্রদক্ষিণ কর—এইরূপেই আমার পরম প্রীতি হবে, এতে সংশয় নেই॥" জী০ ৩৬-৩৭॥

৩৬-৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ততশ্চ তস্মৈ আত্মনে আত্মনা দেহেন স্বয়ং ব্রজজনৈঃ সহ নমশ্চক্রে। আত্মনে ইত্যাকারলোপ আর্ষঃ। অহো ইতি সার্দ্ধশ্লোকং পঠন্। কামরূপী সর্পাদিরূপঃ। হি তস্মাৎ॥

৩৬-৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতঃপর সেই পর্বতরূপী নিজেকে স্বয়ং দেহের দ্বারা ব্রজজনের সহিত প্রণাম করলেন—'অহো' এই অর্ধ শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে॥ **কামরূপী**—সর্পাদি রূপ। **হি**—সেই হেতু॥ বি০ ৩৬-৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বাসুদেবেন সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রা প্রচোদিতা ইতি তেষাং তদুপদিষ্টবিধ্যনতিক্রমঃ, তত্র সর্ব্বাত্মনা সুখসম্মতিবিশেষোঽপি দর্শিতঃ। যথা যথাবৎ, সহকৃষ্ণাঃ কৃষ্ণেন সহিতা ইতি প্রীতিবিশেষোদয়েন তং ত্যক্তুমশক্তাস্তেন মিলিত্বৈব গোবর্দ্ধনেশানকোণস্থ-শ্রীরাধাকুণ্ডাৎ ক্রোশৈকোপরি স্থিতং ব্রজং যযুরিত্যর্থঃ। ইত্থং দেবতানিরাকরণকর্ম্মবাদাবতারণেন কর্ম্মণাং প্রাধান্যং স্থাপিতম্; তত্র চ সংস্কারবশেনৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিতি সংস্কারস্য কর্ম্মমূলত্বেন কর্ম্মনিষ্ঠতৈবাভিপ্রেতা। অতোঽন্তর্যামিনা যথা প্রের্য্যতে, তথানুষ্ঠীয়ত ইতি ন্যায়েনাঘটমানা কর্ম্মণাং শক্তিরপি পরিহৃতা। তত্র চ সত্ত্বাদিগুণস্বভাবেন জীবিকাবশ্যং সিধ্যেদিতি তদর্থপ্রয়াসাভাবেন কদাচিৎ কর্ম্মণো লোপশ্চ নিরস্তঃ, যোগক্ষেমকৃন্নিজোপজীব্যাবশ্যপূজোক্তেঃ। ইতি সর্ব্বথা কর্ম্মণাং প্রাধান্যমেব দৃঢ়ীকৃতং, তচ্চ সর্ব্বমশেষকর্ম্মপ্রধাননিজভক্তিপরতার্থমেব, ভক্তিপরতায়াশ্চ মুখ্যলক্ষণং তদ্ভক্তার্চ্চনমিতি হরিদাস শ্রীগোবর্দ্ধনপূজনমিতি সিদ্ধান্তঃ। তত্র নিগূঢ়শ্চায়ং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ—যোঽহং পূর্ণপরমেশ্বরঃ স এব তেষাং পুত্রাদিরূপঃ, তস্মাৎ কো নামৈষামীশ্বরঃ, কা বা দেবতা অন্যা, প্রবর্ত্তকস্তু তৎপ্রেমময়ঃ স্বভাব এব স্যাৎ। যদি চ নরলীলয়া দেবতাস্বীকারস্তদা মন্নিকটসম্বন্ধিন্য এব যুজ্যেরন্, তথাপি নরলীলারক্ষার্থং ন তদ্ব্যঞ্জয়িতুমুৎসহে, তস্মান্নিরীশ্বরমীমাংসাসাংখ্যবাদাপদেশেনৈব তত্তদ্বোধয়িত্বা তথা প্রবর্ত্তয়ামীতি। এবমন্যত্রাপি সর্ব্বত্রোহ্যম্ ॥ জী০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বাসুদেব প্রচোদিতা—(বাসুদেব চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা) অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, কাজেই নন্দাদি গোপগণের পক্ষে তাঁর উপদিষ্ট বিধান অনতিক্রমণীয় হল। এখানে এই সর্বনিয়ন্তার সুখসম্মতি বিশেষও দেখান হল। **যথা**—যথাবৎ, যেমন আদিষ্ট হলেন ঠিক তেমনই করলেন। **সহকৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণের সহিত, প্রীতি বিশেষ উদয়ে কৃষ্ণকে ছাড়তে পারলেন না—তাঁর সহিত মিলিত হয়েই **ব্রজং যযু**—ব্রজে গেলেন, গোবর্ধনের ঈশান কোনস্থ শ্রীরাধাকুণ্ড থেকে এক ক্রোশের উপরিস্থ ব্রজে গেলেন।

এইরূপে দেবতাপূজা খণ্ডনকারী কর্মবাদ-অবতারণের দ্বারা কর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হল। এবং সেখানে সংস্কারবশেই কর্মপ্রবৃত্তি দেখান হয়েছে, সুতরাং সংস্কার কর্মের মূল হওয়া হেতু সংস্কারের কর্মনিষ্ঠতাই অভিপ্রেত অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারেই সংস্কার জন্মায়, ইহাই বলা অভিপ্রেত; অতএব অন্তর্যামী যেমন প্রেরণা দেন, সেইরূপ কর্ম করি, এই ন্যায়ে বর্তমান ক্রিয়মান্ কর্মেরই মাত্র শক্তি পরিহার করা হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের মূল পূর্ব পূর্ব কর্মের শক্তি স্বীকার করা হয়েছে। এবং সত্ত্বাদিগুণের স্বভাবেই জীবিকার অবশ্য সিদ্ধি হয়, সুতরাং তার জন্য চেষ্টার অভাবে যে কর্মলোপ তাও নিরস্ত করা হয়েছে এখানে, বস্তুর প্রাপ্তি ও রক্ষা যা করায় সেই নিজ উপজীবিকার অর্থাৎ কর্মের পূজা অবশ্য কর্তব্য বলে উপদিষ্ট হওয়া হেতু। এইরূপে সর্বতোভাবে কর্মের প্রাধান্য দৃঢ়ীকৃত করা হল। সেই কর্ম সম্বন্ধেও বক্তব্য হল, নিখিল কর্মের প্রধান হল নিজ ভক্তিপরতা অর্থপর কর্মই। ভক্তিপরতার মুখ্য লক্ষণ হল, কৃষ্ণভক্তের অর্চন—অতএব হরিদাসবর্য শ্রীগোবর্ধন পূজনই কর্তব্য বলে সিদ্ধান্ত করা হল। এখানে শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় অভিপ্রায় এইরূপ, যথা—যে আমি পূর্ণ পরমেশ্বর, সেই এই নন্দাদির পুত্রাদিরূপ, কাজেই এঁদের ঈশ্বর কেই বা হতে পারে, কেই বা এমন অন্য

দেবতা আছে—এই নন্দাদির প্রবর্তক তাদের কৃষ্ণপ্রেমময় স্বভাবই হোক। যদিও নরলীলায় দেবতা-স্বীকার তদা আমার নিকট-সম্বন্ধী ব্রজবাসিদের যুক্তিযুক্তই হয় বটে, তথাপি নরলীলা রক্ষার্থেও তা প্রকাশ করতে উৎসাহ পাচ্ছি না, সুতরাং নিরীশ্বর মিমাংসা সাংখ্যবাদ উপদেশের দ্বারা সেই সেই জ্ঞান জন্মিয়ে তথা তাঁদের প্রবৃত্ত করব। এইরূপই সর্বত্র বিচার করা হয়েছে ॥ জী০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যন্নিরীশ্বরমীমাংসাসাঙ্খ্যয়োরুররীকৃতিস্তদিন্দ্রমখভঙ্গার্থং, নতু তে সম্মতে সতাম্। যথাহুঃ,—শ্রীস্বামিচরণাঃ "কর্ম্মৈবালং প্রাক্ স্বভাবো গুণো বা কর্ম্মাঙ্গং বা তদ্বশো বা মহেশঃ। বার্ত্তা কর্ত্রী দেবতেতীয়মুক্তা দেবক্ষোভেষন্মতী নত্বভীষ্টা" ॥ বি০ ৩৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্বিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এই যে কৃষ্ণ নিরীশ্বর মীমাংসা সাঙ্খ্য স্বীকার করলেন, তা শুধু ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গের উদ্দেশেই—ইহা সাধুগণের সম্মত নয়। শ্রীস্বামিচরণ এরূপ বলেছেন, যথা—"কর্মই সর্বসমর্থ, প্রাক্তন কর্ম সংস্কার ও সত্বাদি গুণই জীবের কর্মপ্রবৃত্তি জন্মায়, কর্মাঙ্গ যজ্ঞাদি সর্বসমর্থ, জীবের যা উপজীব্য তাই দেবতা। কৃষ্ণ ইন্দ্রগর্ব খণ্ডনের উদ্দেশেই এই মত স্থাপন করলেন, এ তার অভীষ্ট নয় ॥ বি০ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-চতুর্বিংশ অধ্যায়ে
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।